গবেষণাপত্র সংকলন-১৩

ইসলামের দৃষ্টিতে গান বাজনা

মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-১৩

ইসলামের দৃষ্টিতে গান বাজনা

মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশক
ড.মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
ভারপ্রাপ্ত পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ : শা'বান ১৪৩৫
জ্যৈষ্ঠ ১৪২১
মে ২০১৪

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মাওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Islamer Dristite Ganbajna Written by Muhammad Khalilur Rahman Mumin and Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Acting Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition July 2010 2nd Edition May 2014 Price Taka 50.00 only.

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

- ভূমিকা ॥ ৫
- গান কী ॥ ৫
- গান, গীত ও সংগীত ॥ ৫
- সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ॥ ৬
- কবিতা ও গান ॥ ৮
- ইসলাম পূর্ব যুগে আরবে কবিতা ও গান ॥ ৯
- ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরবে কবিতা ও গান ॥ ১২
- গান বাজনা সম্পর্কে আল কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি ॥ ১৩
- গান বাজনা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য ॥ ১৯
- নবী করীম (সা), সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের যুগে গান বাজনা ॥ ২৭
- গান বাজনা সম্পর্কে প্রখ্যাত ফিকাহবিদদের অভিমত ॥ ৩০
- প্রকৃতিতে বিদ্যমান সুর ও সংগীত এক নয় ॥ ৪২
- ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের বাদ্যযন্ত্র ॥ ৪৩
- দাসীদের গান বাজনা ॥ ৪৫
- বিয়ে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে গান ॥ ৪৭
- ভালো কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনোভাব ॥ ৫৬
- ভালো কবিতা চর্চার উৎসাহ ॥ ৫৭
- গান বৈধ হওয়ার শর্তাবলী ॥ ৬২
- ইসলামী গান ॥ ৬৬
- গানে মত্ত ব্যক্তির অবস্থা ॥ ৬৭
- গান বাজনা সম্পর্কে ইমাম আমর ইবনু হাযম (রহ)-এর অভিমত : একটি পর্যালোচনা ॥ ৬৭
- শেষ কথা ॥ ৭০

www.bjilibrary.com

পূর্ব কথা

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন প্রণীত গবেষণাপত্র **'ইসলামের দৃষ্টিতে গান-বাজনা'** জানুয়ারী ২৯, ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত স্টাডি সেশনে উপস্থাপিত হয়। ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড.মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, ড. আহমদ আলী, ড. নজরুল ইসলাম খান, ড. আ.জ.ম. কুতবুল ইসলাম নু'মানী, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, জনাব শফীউল আলম ভূঁইয়া, জনাব মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম এবং ড. আ.ক.ম. আবদুল কাদের- তাঁদের সুচিন্তিত মন্তব্য ও পরামর্শ উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখেন।

সম্মানিত আলোচকদের মন্তব্য ও পরামর্শের নিরিখে প্রবন্ধকার তাঁর গবেষণা পত্রটি পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেন। অতপর এটি অগাস্ট ১৩, ২০০৯ তারিখে দ্বিতীয়বারের মতো স্টাডি সেশনে উপস্থাপন করা হয়। এবার মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করে বক্তব্য রাখেন- ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, ড. আহমদ আলী, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম, জনাব মুহাম্মাদ শাফীউদ্দীন ও জনাব শফীউল আলম ভূঁইয়া।

সম্মানিত আলোচকদের মন্তব্য ও পরামর্শের নিরিখে প্রবন্ধকার আবারো তাঁর গবেষণাপত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করেন।

অতপর এটিকে তৃতীয় বারের মতো খুঁটিয়ে দেখার জন্য ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, অধ্যাপক এ.এন.এম রফীকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম. আবদুল হাকীম, ড. আ.ছ.ম. তরিকুল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ছামিউল হক ফারুকী ও মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইমদাদুল্লাহকে প্রদান করা হয়। তাঁদের পরামর্শের নিরিখে আরো পরিমার্জিত করে গবেষণাপত্রটিকে বর্তমান রূপ প্রদান করা হয়েছে।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.bjilibrary.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .

ভূমিকা

গান বাজনা সম্পর্কে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী এ নিয়ে বর্তমানে বেশ বিতর্ক দেখা যাচ্ছে। ফলে আল কুরআন ও আস সুন্নাহর ব্যাপক জ্ঞান রাখেন না এমন ব্যক্তিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছেন, সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তাঁরা কোনদিকে যাবেন। আমরা বিতর্কের পথে না গিয়ে এই বিষয়ে আল কুরআন, আস্ সুন্নাহ তথা ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী, তা নির্ভরযোগ্য সূত্রে এবং নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

গান কী

গান কী বা গান কাকে বলে সর্বপ্রথম আমাদের সে কথাটি জেনে নেয়া প্রয়োজন। গান হচ্ছে মনের ভাবকে কথা, সুর ও তালের মাধ্যমে প্রকাশ করা।

ফের্সো বিল্লিনির মতে– 'গান হচ্ছে ধ্বনির মাধ্যমে ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করার কৌশল।'[১]

বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ মোবারক হোসেন খান[২]-এর মতে–

'মনের ভাবকে কথা, সুর ও তালের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার নাম গান।'[৩]

আরবী ভাষায় গানকে গিনা (غناء), নাশীদ (نشيد) এবং সামা' (سماع) বলা হয়।

গান, গীত ও সংগীত

গান ও গীত সমার্থক শব্দ। সংগীত শব্দটি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও তার

---

১. ফের্সো বিল্লিনি : মেনুয়েলি ডি মিউজিকা (মিলানো, বিকোর্ডি ১৮৫৩) পৃ- ২৪।

২. মোবারক হোসেন খান : সংগীত সাধক উস্তাদ আয়েত আলী খাঁর তৃতীয় পুত্র এবং উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভাতিজা। ১৯৩৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার শিবপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। সংগীত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' এবং ১৯৮৬ সালে 'একুশে পদক'-এ ভূষিত হন।– বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'সংগীত দর্পণ' গ্রন্থে লেখক পরিচিতি।

৩. মোবারক হোসেন খান : সংগীত দর্পণ (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯) পৃ- ৭।

www.bjilibrary.com

সংজ্ঞা ভিন্ন। তবু অনেকে সংগীতকে গান অর্থে ব্যবহার করে থাকেন।

সংগীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মোবারক হোসেন খান বলেছেন– 'গান, বাজনা, নাচ। তিনটি কলা বা শিল্প। এই তিনটি কলার মিলন (এর নাম) সংগীত।'[৪]

'সংগীত কোষ'–এ সংগীত এর এক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–
'কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে তবলা মৃদঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রে তাল নির্দেশমূলক বাদনকে সংগীত বলা হয়।'[৫]

আরেক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

'সংগীত কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে গান। গৈ ধাতু থেকে সংগীত কথাটি নিষ্পন্ন হয়েছে। গৈ ধাতুর অর্থ গান করা। কিন্তু ব্যবহারিক অর্থে প্রাচীনকালে সংগীত বলতে গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে বোঝাত। কিন্তু বর্তমানকালে সংগীত বলতে মুখ্যত কণ্ঠ সংগীতকে বোঝায়। যন্ত্র বাদনকেও সংগীত বলা হয়ে থাকে। তবে নৃত্যকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়।'[৬]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

'অভিব্যক্তির যেটুকু সার, তাহাই সংগীত। সংগীতের যে ঝংকার তাহা মুক্ত-অবাধ; বস্তুবিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সংগীতকে বাঁধিতে পারে না।'[৭]

গান ও গীত শব্দ দুটো সমার্থক তার প্রমাণ গীতিকার শব্দের সংজ্ঞা। গীতিকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

'যিনি গানের পদ বা কাব্যাংশ বা মাতু রচনা করেন তাকে গীতিকার বলা হয়।'[৮]

সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সংগীতের ইতিহাস প্রসঙ্গে মোবারক হোসেন খান বলেন–

'গান, বাজনা বা নাচের সৃষ্টি হলো কেমন করে তার রহস্য কিন্তু আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি। গান, বাজনা ও নাচ– এই তিনটি কলার সমন্বয় সাধন কখন হয়েছে তা-ও কেউ বলতে পারে না। গান আগে সৃষ্টি হয়েছে না বাজনা আগে,

---

৪. প্রাগুক্ত।
৫. করুণাময় গোস্বামী : সংগীত কোষ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পুনর্মুদ্রণ-জুন ২০০৪), পৃ. ১৪৯।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীত চিন্তা (বিশ্বভারতীয় গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১) পৃ. ২২৭।
৮. করুণাময় গোস্বামী : সংগীত কোষ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ-জুন ২০০৪), পৃ. ৬২৮।

www.bjilibrary.com

আবার বাজনা আগে, না নাচ আগে– কার পূর্বে কার সৃষ্টি এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় না। তবে একথা বলা যায়, মানুষ সৃষ্টির সাথে গানের সৃষ্টির একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যে বিভিন্ন ধরনের সুর ব্যবহার করতো। সেই সুর থেকে বিবর্তনের মাঝ দিয়ে গানের উদ্ভব। স্বর তাই সুরের উৎস।'[৯]

আরবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের আগে থেকেই কবিতা ও সংগীত চর্চা ছিলো। তাঁর আবির্ভাবের পরও ছিলো। তবে তা সীমিত পর্যায়ে। কারণ আলকুরআন তাদের হৃদয়ে এমন দোলা দিয়েছিলো যে, তাদের কাছে আলকুরআনের মুকাবিলায় সকল কবিতা ও গান ম্লান মনে হতো। তবু বিশেষ কিছু অনুষ্ঠানে যেমন দুই ঈদ এবং বিয়ে শাদীতে সীমিত পর্যায়ে কিছু গান, ছড়া গান গাওয়ার প্রচলন ছিলো। সাথে দফ বাজানো হতো। (দফকে বাংলা ভাষায় খঞ্জরী[১০] বলা হয়)। কিশোরী কিংবা দাসী বাঁদীরাই সাধারণত গান করতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর খুলাফা-ই রাশিদীনের সময়ও এরূপ চলে আসছিলো। খিলাফাতের পর আব্বাসীয় শাসনামলে বিশেষ করে আল মাহ্দীর (৭৭৫-৭৮৫) পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপকভাবে গান বাজনার চর্চা শুরু হয়।'[১১]

'বাংলাদেশের প্রাচীন সংগীতের পরিচয় পাওয়া যায় পালবংশের রাজত্ব কালে। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করে পালবংশ। এ সময়ের রাগ ও প্রবন্ধ শ্রেণীর সংগীত বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয়। এ সময়কার রচিত পালা গান গ্রাম্য লোকদের কণ্ঠে গীত হতো।...... বাংলাদেশে ১২০১ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির আগমন এবং লক্ষ্মণসেনের পলায়নে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত। সংগীতের সম্পূর্ণ দিন বদলের পালা শুরু। আর এ বদল ঘটালেন আমীর খসরু। দিল্লীর সম্রাটের সভা সংগীতজ্ঞ আর সংগীত শাস্ত্রকার। তিনি ছিলেন বহু গুণে

---

৯. মোবারক হোসেন খান : সংগীত দর্পণ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ-১৯৯৯) পৃ. ৭।

১০. সংগীত কোষে খঞ্জরীর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– আনদ্ধ যন্ত্র। লোকবাদ্য, কাঠের একটি ক্ষুদ্রাকার গোল বেড়ের একদিক চামড়ায় ছেয়ে খঞ্জরী তৈরী করা হয়। বাঁ হাতে ওপরে তুলে ধরে ডান হাতে এটিকে বাজানো হয়। বাজাবার সময় বাঁ হাতের আঙ্গুলে এর কানিতে সময় সময় চাপ দেয়া হয়। এর ফলে ধ্বনির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নানা প্রকার লোক গানে খঞ্জরীর ব্যবহার দেখা যায়। অঞ্চল ভেদে একে খুঞ্জরীও বলা হয়।'– করুণাময় গোস্বামী : সংগীত কোষ, পৃ. ১২৭।

১১. হাসান আলী চৌধুরী : ইসলামের ইতিহাস ও বাংলাদেশ পাক-ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস (আইডিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ত্রয়োদশ সংস্করণ-অক্টোবর-১৯৯৫) পৃ. ৩১২।

www.bjilibrary.com

গুণান্বিত। কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গান গেয়েছেন। গান শুনিয়ে সম্রাটের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন বিভিন্ন প্রকারের গান। সংগীত এ আমলে শাস্ত্রীয় রূপ লাভ করলো। আমীর খসরু সঙ্গীতকে পদ্ধতিগত রূপ দিলেন। নিয়ম-কানুন মেনে চলার রীতি প্রবর্তন করলেন। রাগ-রাগিনীর অবয়বে সাজালেন সংগীতকে।'[১২] এভাবেই বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে সংগীতের বিস্তার ঘটে।

কবিতা ও গান

কবিতা ও গান একই জিনিসের রকমফের, নাকি দুটো পৃথক জিনিস এ নিয়ে পণ্ডিতদের বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেছেন কবিতা ও গান একই জিনিস। আবার কেউ বলেছেন এ দুটোর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন, গান ও কবিতা একই জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সকল গান-ই কবিতা এবং সকল কবিতা-ই গান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে–

'সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাষাকে প্রাধান্য দেই ও সংগীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দেই।'[১৩]

অন্যত্র তিনি বলেছেন–

'গীত সুরের সাহায্যে প্রত্যেকটি কথাকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়া দেয়। কথায় যে অভাব আছে সুরে তা পূর্ণ হয় এবং গানে এক কথা বার বার ফিরিয়া গাহিলে ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ চিত্ত না জাগিয়া উঠে ততক্ষণ সংগীত ছাড়ে না। এই জন্য প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে গান ছাড়া কবিতা নাই বলিলে হয়।'[১৪]

তিনি আরও বলেন–

'কবিতায় আছে অগীত সংগীত, তার সীমানায় যদি গীত সংগীতের ব্যবধান অলঙ্ঘ্য হয় তা হলে তো স্বভাবতই গানের সৃষ্টি হতে পারে না।'[১৫]

---

১২. মোবারক হোসেন খান : সংগীত দর্পণ (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৯) পৃ. ৬, ১০, ১১)

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সংগীতচিন্তা (বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ-১৪১১), পৃ. ১৮।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

www.bjilibrary.com

তাঁর মতে–

'কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়। এই লয় জিনিসটি সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে, আকাশের তারা হইতে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সমস্তই ইহাকে মানে বলিয়াই বিশ্বসংসার এমন করিয়া চলিতেছে অথচ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না। অতএব কাব্যেই কী, গানেই কী, এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।'[১৬]

আরেক দল পণ্ডিতের মতে কবিতা ও গানের মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য রয়েছে। যার কারণে 'সব গানই কবিতা কিন্তু সব কবিতাই গান নয়।' আধুনিক যুগের পণ্ডিতগণ বেশির ভাগই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। সংগীত বিষয়ক অন্যতম গবেষক পিয়েরের (Pierer) মতে– 'কাব্যের চেয়ে সংগীতের স্থান উচ্চে, কারণ কাব্য শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেগকে বর্ণনা করতে পারে, আর সংগীত অস্পষ্ট এবং অনির্বচনীয় আবেগ ও অনুভূতিগুলির প্রকাশ করে।'[১৭]

উপরের কথাগুলো আমরা এভাবেও বলতে পারি, কবিতার উপজীব্য হচ্ছে ভাষার উৎকর্ষ, শব্দের কারুকাজ, ভাবের গাম্ভীর্য যা মানুষের বিবেক নামক অনুভূতিকে নাড়া দেয়, আন্দোলিত করে, ভাবনাকে গভীরতায় নিয়ে যায়, ফলে চিন্তা, চেতনা ও রুচিকে পরিশীলিত করে। আর গানের উপজীব্য হচ্ছে সুর, তাল, লয়। শব্দের আলংকারিক গাঁথুনীর চেয়ে সুরের প্রাধান্য সেখানে অনেক বেশি। কবিতা বিবেককে নাড়া দিলেও গান অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবেগকে জাগিয়ে তোলে। শক্তি দুটোরই রয়েছে। কিন্তু গান যে শক্তি প্রয়োগ করে তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে কবিতা যে শক্তি প্রয়োগ করে তার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী।

ইসলামপূর্ব যুগে আরবে কবিতা ও গান

ইসলামপূর্ব যুগে কবিতা ছিলো সাহিত্যের উর্বরতম ফসল। গদ্য সাহিত্য তখনও বিকশিত হতে পারেনি। তৎকালিন আরব বেদুঈনরা মুখে মুখে কবিতা আবৃত্তি করতো। কবিতা তাদের জীবনের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। সে যুগে বহু সংখ্যক কবির আবির্ভাব ঘটেছিলো। প্রতিটি গোত্র, কাফেলা, সম্প্রদায় ও বংশে একাধিক কবি ছিলো।[১৮]

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

১৭. এডওয়ার্ড হ্যানসলিক : সংগীতের সুন্দর (অনুবাদক- ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা, এপ্রিল ২০০২) পৃ. ৩৫।

১৮. আ. ত. ম. মুসলেহ্ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা-১৯৮৬) পৃ. ৯০।

www.bjilibrary.com

কবিতা যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, গান ঠিক সেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি। কারণ কবিতা প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের রক্তে মাংসে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিলো। ছেলে, বুড়ো, পুরুষ, মহিলা, কিশোর, কিশোরী কেউই কবিতা চর্চার বাইরে ছিলো না। গানেরও চর্চা ছিলো, তবে তা বিশেষ কিছু শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো।

তৎকালিন আরবে কোনো পরিবারে যখন কোনো কবির আবির্ভাব হতো তখন সব গোত্র থেকেই অভিনন্দন বাণী আসতো। ভোজের আয়োজন করা হতো। মহিলারা সমবেত হয়ে অভিনন্দন গীতি গেয়ে শুনাতো।[১৯]

ঐ সময় প্রায় প্রত্যেক স্বচ্ছল আরবের নিজস্ব গায়িকা ছিলো।.... তাদের কাছে সব সময় যন্ত্র সংগীতের চেয়ে কণ্ঠ সংগীত অধিকতর সমাদৃত ছিলো। এর পেছনে কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগও কিছুটা দায়ী।[২০]

উটের গতির তালে বেদুঈনরা যে গান রচনা করতো, আরবী ছন্দের উৎপত্তি সে গান থেকেই।[২১]

উটকে দ্রুত চালানোর জন্য যে গান তারা রচনা করতো তাকে 'হুদী' বলা হতো। কথিত আছে– 'মুদার ইবনু নাযার নামের এক ব্যক্তি উটের পিঠ থেকে পড়ে হাত ভেঙ্গে ফেলেছিলো। লোকে তাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। আর হাতের যন্ত্রণায় সে وا يداه (হায়রে হাত!) বলে বিলাপ করছিলো। তার গলার সুর ছিলো খুবই মিষ্ট। বিলাপের করুণ সুর সুমধুর ছন্দের সৃষ্টি করেছিলো। উটগুলো তার এ সুমধুর সুর শুনে দ্রুত চলা শুরু করেছিলো। সেখান থেকেই উট চালকের গান 'হুদী' এর প্রচলন হয়। রাজায নামক ছন্দে এ গান রচিত হয়।'[২২]

'এ গানের সুর মাধুর্যে এমন ব্যঞ্জনা ব্যাপ্ত ছিলো, যে জন্যে মরুভূমিতে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় আরোহীরা ক্লান্তিবোধ করতো না। উষ্ট্রের পদচারণায়ও গানের অনুপ্রেরণা ছিলো অতি মাত্রায়।'[২৩]

এভাবেই আরবদের মধ্যে গান এবং সুরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ইসলাম পূর্ব যুগের গান ও কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিলো শৌর্য-বীর্য, প্রেম-প্রীতি, বিরহ-মিলন, সুখ-

---

১৯. হান্না ফাখুরী : তারিখুল আদাবিল 'আরাবী (বৈরুত তা.বি) পৃ. ৫৯।
২০. স্যার টমাস আর্নল্ড : দি লেগ্যাসি অব ইসলাম (অনুবাদ : নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.) পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।
২১. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন : আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (বুক ফোরাম, ঢাকা ১৯৭৫) পৃ. ১০।
২২. আ. ত. ম. মুসলেহ্ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ইফাবা, ঢাকা-১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ৯০।
২৩. আবদুস্ সাত্তার : আধুনিক আরবী সাহিত্য (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪ খ্রি.) পৃ. ১৯।

www.bjilibrary.com

দুখ, হাসি-কান্না, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র কবিতা ও গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা।' এজন্যই বলা হয়েছে- الشعر ديوان العرب 'কবিতা আরবদের দিনপঞ্জী।'[২৪] তবে এই যুগে অশ্লীলতা, পরকীয়া, নারীদেহের অশ্লীল বর্ণনা, লাম্পট্য, হত্যা, লুণ্ঠনের বর্ণনাসহ অনেক অবান্তর বিষয়বস্তুরও ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের কবিদের মধ্যে 'আস সাবউল মুআল্লাকাত' বা 'সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা'র রচয়িতা সাতজন কবিই হলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এদের নাম ও খ্যাতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা আরবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। কারণ তাঁরা ছিলেন প্রতিযোগিতায় জয়ী কীর্তিমান সুপুরুষ কবি। যদিও তৎকালীন আরবে কবি ও গীতিকারের অভাব ছিলো না। উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর মক্কার অদূরে উকায নামক জায়গায় মেলা বসতো। সেখানে দেশ-বিদেশের কবিরা এসে কবিতা পাঠ করতেন। যে কবিতাটি সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে গণ্য হতো সেটি কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখতেন। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মোট সাত জন কবির কবিতা কা'বা শরীফের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার যোগ্য বিবেচিত হয়েছিলো। সেগুলোকে একত্রে 'আস সাবউল মুআল্লাকাত' বা 'সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা' বলা হতো। যে সাতজন প্রসিদ্ধ কবির কবিতা ঝুলানো হয়েছিলো তাঁরা হলেন-

১. ইমরুউল কায়স (মৃত্যু- ৫৪০ খ্রিস্টাব্দ, প্রথম মুআল্লাকাহ্)।
২. তারাফা ইবনু আল আব্দ আল বাকরী (মৃত্যু ৫৬০ খ্রিস্টাব্দ, দ্বিতীয় মুআল্লাকাহ্)।
৩. যুহাইর ইবনু আবী-সুলামা (মৃত্যু-৬১২ খ্রিস্টাব্দ, তৃতীয় মুআল্লাকাহ্)।
৪. লাবীদ ইবনু রবী'আহ্ (মৃত্যু- ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ, চতুর্থ মুআল্লাকাহ্)।
৫. আমর ইবনু কুলসুম (মৃত্যু সন অজ্ঞাত, পঞ্চম মুআল্লাকাহ্)।
৬. আনতারা ইবনু শাদ্দাদ (মৃত্যু- ৬১৫ খ্রিস্টাব্দ, ষষ্ঠ মুআল্লাকাহ্)।
৭. হারিস ইবনু হিল্লিযা (মৃত্যু ৫৮০ খ্রিস্টাব্দ, সপ্তম মুআল্লাকাহ্)।

এছাড়া স্বনামধন্য আরও অনেক কবি ছিলেন। যেমন- নাবিগা যুবয়ানী, আল আশা কায়স, আলকামাহ্, আবিদ ইবনুল আল আবরস, হাতিম তাঈ, সমবাল

---

২৪. জুরজী যায়দান : তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ্। খণ্ড-১, পৃ. ৮৪। আবদুল জলীল : কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৮০।

www.bjilibrary.com

ইবনু আদীয়া, উমাইয়া ইবনু আবীসাল্‌ত প্রমুখ। ইসলামপূর্ব যুগে মহিলারাও কবিতা রচনা করতেন।[২৫]

ইসলাম পরবর্তী সময়ে আরবে কবিতা ও গান

তৎকালিন আরবে কাব্যচর্চা, কবিতা আবৃত্তিই ছিলো প্রধান সাহিত্য চর্চা। সংগীত চর্চা ছিলো, তবে তা কাব্য চর্চা বা কবিতা চর্চার মতো এত ব্যাপক ছিলো না। গরীব শ্রেণীর পেশাদার কিছু লোকজন সংগীতের সাথে জড়িত ছিলেন। সাধারণত দাসী বাঁদীরাই গান বাজনা করে বিত্তশালী ও গোত্রপতিদের মনোরঞ্জন করে বেড়াতো। তার কিছু প্রভাব শিশু কিশোরদের মাঝেও দেখা যেত। তাছাড়া ছড়া গানের মত করে অনেকে সুর করে কবিতাও আবৃত্তি করতো। তবে বিশেষ বিশেষ দিনে গোত্রের লোকজন একত্রিত হয়ে আমোদ ফূর্তি করতো। সেখানে মদপান, নাচ ও গান হতো।

আরবদের গান বাজনা সম্পর্কে The Legacy of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে–

'গীতি কবিতা (قصيدة -কাসীদাহ্) ছাড়াও কণ্ঠ সংগীতের পদ্যরীতির মধ্যে খণ্ড কবিতা (قطعة -কিত্‌আহ), রোমান্টিক গান (غزل -গযল) এবং অধিকতর জনপ্রিয় 'মাওয়ালী' (موالى) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানের সঙ্গে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতো তার মধ্যে আবশ্যিকভাবে ছিলো লিউট (বীণা, আরবী নাম عود বা أعواد), প্যান্ডোর (طنبور), সন্টারী (قانون) কিংবা বাঁশী (مزمار، شاهين ، قصب)।

অপরদিকে ড্রাম (طبل), ট্যাম্বুরিন (دف) কিংবা ওয়াল্‌স্ (قضب) সংগীতের ছন্দ জোরদার করে তুলতো। এছাড়াও ছিলো অনেক ছোটখাট বাদ্যযন্ত্র, কিন্তু এগুলো প্রায়ই কণ্ঠ সংগীতের গৌরচন্দ্রিকা বা বিরতিকালিন সময়ে যন্ত্র সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হতো।'[২৬]

উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে–

---

২৫. ইকবাল শাইলো : সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকার রোমান্টিসিজম (ঢাকা, সবুজ পাতা প্রকাশনী), ১৯৮৮ইং,) পৃ. ২৪-২৫। গোলাম সামদানী কোরায়শী : আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাংলা একাডেমী : ঢাকা), পৃ. ৩৯-৪০।

২৬. স্যার টমাস আর্নল্ড : দি লেগ্যাসি অব ইসলাম (অনুবাদঃ নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৭ খ্রিঃ), পৃ. ৩৬৪।

www.bjilibrary.com

'স্বাধীন লোকদের মধ্যে উৎসব উপলক্ষে সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র দেখা যেতো। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে খঞ্জরী (دف) বিশেষ জনপ্রিয় ছিলো।'[২৭]

যুগ যুগ থেকে চলে আসা অশ্লীল, যৌন উদ্দীপক, পরকীয়ার রগরগে বর্ণনা সম্বলিত কবিতা ও গান এবং বিভিন্ন দেবদেবীর নামে রচিত বন্দনা গীত যা শির্কের দোষে দুষ্ট সে সবকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষিদ্ধ করেছেন।

কবিতা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا —

'তোমাদের কারও পেট কবিতা দ্বারা পূর্ণ করার চেয়ে পুঁজ দ্বারা পূর্ণ করা অনেক ভালো।[২৮]

আয়িশা (রা) এ হাদীস শুনে বলেছেন– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবিতা বলতে সে সব কবিতাকে বুঝিয়েছেন, যাতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে।[২৯]

ইবনু রাশীক তাঁর উমদা গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে– 'এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে যার অন্তরে কবিতা এমনভাবে বদ্ধমূল হবে এবং সে এমনভাবে মত্ত হয়ে যাবে যার ফলে কবিতা তাকে দীন থেকে গাফেল করে দেবে এবং সেই কবিতা তাকে আল্লাহর যিকর, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখবে। আর এক্ষেত্রে শুধু কবিতা নয় বরং যে জিনিসের ভূমিকা এরূপ হবে তাই-ই নিষিদ্ধ। যেমন– (গান-বাজনা) জুয়া খেলা ইত্যাদি। আর যেসব কবিতার ভূমিকা এ ধরনের নয় বরং তা সাহিত্য, কৌতুক ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয় তাতে কোনো দোষ নেই।[৩০]

গান বাজনা সম্পর্কে আলকুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি

গান বাজনা সম্পর্কিত আক্ষরিক অর্থের শব্দ ও বাক্য হাদীসে ব্যবহৃত হলেও আল কুরআনে এমন কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে যা ব্যাপক অর্থবোধক।

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৫।
২৮. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আলবুখারী : আদাবুল মুফরাদ (ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৩০৬।
২৯. যাবী যাদাহ্ 'আলী ফাহমী : হুসনুস সাহাবা (মিশর, ১৩২৪ হিজরী) খণ্ড-১ পৃ. ১৫।
৩০. ইবনু রাশীক আল কায়রাওয়ানী : কিতাবুল 'উমদা (মিশর তা.বি) খণ্ড-১, পৃ. ১২।

www.bjilibrary.com

সেখানে গান বাজনার কথা তো বুঝানো হয়েছেই সেই সাথে অনুরূপ অর্থহীন যাবতীয় কার্যকলাপকেও বুঝানো হয়েছে।

ক. সূরা লুকমানে বলা হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ق

وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ —

'আর কতক লোক এমনও রয়েছে যারা অজ্ঞতাবশত মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য মনোমুগ্ধকর কথা খরিদ করে আনে। এবং এই পথের আহবানকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়। এধরনের লোকদের জন্য কঠিন ও অপমানকর শাস্তি রয়েছে।'[৩১]

এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট : মক্কার কাফিরদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন এ দাওয়াত তারা রুখতে পারছিলো না, সম্প্রসারিত হয়েই চলছিলো তখন নদর ইবনু হারিস কুরাইশ নেতাদের বললো, তোমরা যেভাবে এ ব্যক্তির মুকাবিলা করছো তাতে কোনো কাজ হবে না। এ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যেই জীবন যাপন করে শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌছেছে। নৈতিক চরিত্রের দিক থেকে আজও তোমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। এখন তোমরা তাকে গণক, যাদুকর, কবি, পাগল বলছো। এ কথা কে বিশ্বাস করবে? যাদুকর কী ধরনের তন্ত্রমন্ত্রের কারবার চালায় তা কি লোকেরা জানে না? গণকরা কী সব কথাবার্তা বলে তা কি লোকদের জানতে বাকী আছে? লোকেরা কি কবিতা ও কাব্যচর্চার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ? পাগলরা কেমন করে তাও তো লোকেরা জানে। এ দোষগুলোর মধ্য থেকে কোনটি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর প্রযোজ্য হয় সেটি বিশ্বাস করানোর জন্য লোকদের কি আহবান জানাতে পারবে? থামো, এ রোগের চিকিৎসা আমিই করবো। এরপর সে মক্কা থেকে ইরাক চলে গেল। সেখান থেকে অনারব বাদশাহদের কিসসা কাহিনী এবং রুস্তম ও ইসফিন্দিয়ারের গল্পকথা সংগ্রহ করে এনে গল্প বলার আসর জমিয়ে তুলতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো এভাবে লোকেরা আল কুরআনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং এসব গল্প কাহিনীর মধ্যে ডুবে যাবে। ইবনু

---

৩১. সূরা লুকমান, আয়াত-৬।

www.bjilibrary.com

আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আরও আছে, নদর এ উদ্দেশ্যে গায়িকা বাঁদীদেরকেও ক্রয় করে নিয়ে এসেছিলো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথায় প্রভাবিত হতে চলেছে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তার কাছে এ খবর এলেই সে তার জন্য একজন বাঁদী নিযুক্ত করতো এবং তাকে বলে দিতো, ওকে খুব ভালোভাবে পানাহার করাও এবং গান শুনাও। সবসময় তোমার সাথে জড়িয়ে রেখে ওদিক থেকে ওর মন ফিরিয়ে আনো।'[৩২] এ সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতে এসব কাজকে 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' বলা হয়েছে। যেসব সাহাবী ও তাবিঈ এই বাক্যাংশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই 'লাহ্ওয়াল হাদীছ' বলতে গান বাজনা এবং অনর্থক ক্রীড়া কৌতুক এর কথাই বলেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা) এর অর্থ করেছেন– গান (انه غناء)। ইকরিমা, মাইমুন ইবনু মিহরান এবং মাকহুল (রহ)-এর অভিমতও তাই।[৩৩]

আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রা) বলেছেন– هو والله الغناء (আল্লাহর কসম, এর অর্থ হচ্ছে গান)।[৩৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন– لهو الحديث অর্থ গান বা গান জাতীয় ক্রীড়া কৌতুক (هو الغناء وأشباهه)।[৩৫]

হাসান আল বাসরী (রহ) বলেছেন– لهو الحديث (লাহ্ওয়াল হাদীছ) অর্থ– (المعازف والغناء) (গান এবং বাদ্যযন্ত্র)।[৩৬]

মুজাহিদ (রহ) বলেছেন–

ان لهو الحديث فى الأية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل —

এ আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْث (লাহওয়াল হাদীছ) বলতে গান এবং এ ধরনের অনর্থক বিষয় শুনাকে বুঝানো হয়েছে।

---

৩২. সাইয়েদ আবুল আ'লা : তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ- আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.) খ-১১, পৃ. ১১০-১১১।
৩৩. আল্লামা আলূসী আল বাগদাদী : তাফসীর রূহুল মা'আনী (বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.) খ-১১, পৃ. ৬৭।
৩৪. প্রাগুক্ত।
৩৫. প্রাগুক্ত।
৩৬. ইসমাঈল ইবনু কাছীর : মুখতাসার তাফসীর ইবনু কাছীর (বৈরুত, দারুল কুরআন, ১৯৮১ খ্রি.) খ- ৩, পৃ-৬৪।

www.bjilibrary.com

কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহ) বলেছেন–

الغناء باطل والباطل فى النار —

গান বাতিল জিনিস আর বাতিল জিনিস জাহান্নামের উপযোগী।[৩৭]

আর গান সম্পর্কে সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী (রহ) বলেন– لهو الحديث এর আমরা অর্থ করেছি– 'মনোমুগ্ধকর কথা' অর্থাৎ যা মানুষকে সম্মোহিত করে অন্য সবকিছু থেকে অমনোযোগী বানিয়ে দেয়।' শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দগুলোর মধ্যে নিন্দার কোনো বিষয় নেই। কিন্তু খারাপ, বাজে ও অর্থহীন কথা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন গালগল্প, পুরাকাহিনী, হাসি-ঠাট্টা, কথা-কাহিনী, গল্প, উপন্যাস, গান বাজনা এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিস।[৩৮]

তিনি আরও বলেন– 'অজ্ঞতা বশত' (بغير علم) শব্দের সম্পর্ক 'খরিদ করে আনে' (يشترى) এর সাথেও হতে পারে আবার 'বিভ্রান্ত করার জন্য' (ليضل) শব্দের সাথেও হতে পারে। যদি প্রথম বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে অর্থ হবে সেই মূর্খ অজ্ঞলোক এই মনোমুগ্ধকর জিনিসটি কিনে নেয় এবং সে জানেনা কেমন মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে সে কেমন ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে আছে জ্ঞান ও সঠিক পথনির্দেশনা সমৃদ্ধ আল্লাহর আয়াত। বিনামূল্যে সে তা লাভ করছে কিন্তু তা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছে সব অর্থহীন ও বাজে জিনিস। সেগুলো চিন্তা ও চরিত্রশক্তি ধ্বংস করে দেয়। নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে সে তা লাভ করছে।

আর যদি একে দ্বিতীয় বাক্যাংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, সে জ্ঞান ছাড়াই লোকদের পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে সে যে নিজের ঘাড়ে কত বড়ো যুলমের দায়ভাগ তুলে নিচ্ছে তা সে বুঝতে পারছে না।[৩৯]

ইবনু আতিয়্যা (রা) বলেছেন–

'পরিত্যাজ্য ও নিষিদ্ধ জিনিস ভালো মনে করা এবং তা ক্রয় করা সীমা লঙ্ঘনের

---

৩৭. মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী : আল জামি লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, তা.বি) খ-১৩, পৃ. ৩৬।

৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা : তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ- আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.) খ-১১, পৃ. ১১০।

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

www.bjilibrary.com

শামিল। যেমন– আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى — البقرة : ١٤)

'এরাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে।' অন্য কথায় বলা যায় তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করে।'[৪০]

খ. সূরা বানী ইসরাঈলে বলা হয়েছে–

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ —

(আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছেন) 'তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা সত্যচ্যুত কর।[৪১]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) বলেন– এখানে 'ইসতিফযায' (استفزاز) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হালকা করা। অর্থাৎ দুর্বল বা হালকা পেয়ে কাউকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া বা তার পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়া।[৪২]

ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন–

صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية لان ذلك انما وقع طاعة له —

'তার আওয়াজ এমন প্রত্যেক আহবানকারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যে গুনাহর দিকে আহবান করে। কারণ এটি তারই (শয়তানের) আনুগত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়।'

গুনাহর কাজে প্রতিটি আহ্বানকারীর আহ্বানকে صَوْتٌ শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। কারণ যখন সে আহ্বান করে তখনই তার ডাকে সাড়া দেয়া হয়।[৪৩]

মুজাহিদ (রহ) 'শয়তানের আওয়ায' এর ব্যাখ্যা করেছেন– 'গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক ক্রীড়া কৌতুক' (الغناء والمزامير واللهو)।[৪৪]

---

৪০. আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক ইবনু আতিয়্যাহ : তাফসীর ইবনু আতিয়্যাহ (কাতার তা.বি)।
৪১. সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত-৬৪।
৪২. সাইয়েদ আবুল আ'লা : তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ- আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.) খ-৭, পৃ. ১৫০।
৪৩. আল্লামা শানকীতি : আদওয়াউল বায়ান (বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.), খ-৩, পৃ. ৬০৭।
৪৪. আল্লামা আলূসী : তাফসীর রুহুল মাআনী, (বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.) খ-৮, পৃ. ৬৭।

www.bjilibrary.com

দাহ্হাক (রহ) বলেছেন– 'বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ' (صوت المزمار)।[৪৫]

আল্লামা মওদূদী (রহ)-এর 'ইসতিফযায' শব্দের তাফসীরের সাথে সাওতুন (صوت) শব্দের তাফসীর মিলিয়ে পড়লে যে কথাটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় তা হচ্ছে– শয়তান গান বাজনা, ক্রীড়া কৌতুকের মাধ্যমে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে। বিভ্রান্তির অতল গহবরে নিক্ষেপ করে। যেখান থেকে আল্লাহ্র পথে পুনরায় ফিরে আসা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

গ. সূরা আন নাজম-এ বলা হয়েছে–

أَفَمِنْ هذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ــ وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ ــ وَأَنْتُمْ سَامِدُوْنَ ــ

'তাহলে কি তোমরা এসব কথা শুনেই বিস্ময় প্রকাশ করছো? হাসছো কিন্তু কাঁদছো না। আর গান বাজনা করে তা এড়িয়ে যাচ্ছো।'[৪৬]

এ আয়াতে سامد (সামিদুন) শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে তাফসীরকারগণ দু রকম বক্তব্য পেশ করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা) ও ইকরিমা (রহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

السمود البرطمة وهى رفع الرأس تكبرا، كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم غضبانًا مبرطمين ــ

'অহংকার ভরে ঘাড় উঁচু বা বাঁকা করা। মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে চলে যেতো।'– এই অর্থ বিবেচনা করে কাতাদা سامدون শব্দের অর্থ করেছেন غافلون (গা-ফিলুন- অমনোযোগী) এবং সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহ)-এর অর্থ করেছেন معرضون (মু'রিদূন– মুখ ফিরিয়ে চলাচলকারী)।[৪৭]

---

৪৫. আল্লামা শানকীতি : আদওয়াউল বায়ান (বৈরুত, ১৯৮৩ খ্রি.), খ-৩, পৃ. ৬০৭।
৪৬. সূরা আন নাজম, আয়াত ৫৯-৬১। আয়াতের বাংলা অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন (বাংলা) থেকে গৃহীত।
৪৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা : তাফহীমুল কুরআন (অনুবাদ- আবদুল মান্নান তালিব, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.) খ-১৬, পৃ. ৪২

www.bjilibrary.com

ইবনু আব্বাস (রা)-এর আরেকটি অভিমতে দেখা যায়– তিনি سامدون শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন– هو الغناء باليمانية (ইয়ামানি ভাষায় এর অর্থ গান)।[৪৮]

ইকরিমা (রহ) বলেছেন– هو غناء حمير (হিমইয়ারদের ভাষায় এ শব্দের অর্থ গান)। তারা غن لنا (আমাদেরকে গান শোনাও) না বলে, বলে سمدلنا (আমাদেরকে গান শোনাও)।[৪৯]

আবু উবাইদা নাহবী বলেছেন– السمود الغناء بلغة حمير —

(হিমইয়ারদের পরিভাষা অনুযায়ী السمود হচ্ছে গান বাজনা) যেমন– তারা বলে থাকে يا جارية اسمدى لنا (হে খুকি! আমাদেরকে গান শুনাও তো)।[৫০]

আল কুরআনের এসব আয়াতের ভাষ্য থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল ইসলাম গান বাজনাকে নিরুৎসাহিত করেছে। এরপর আমরা দেখবো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ সম্পর্কে কী বলেছেন।

গান বাজনা সম্পর্কে হাদীসের বক্তব্য

গান বাজনা সম্পর্কে হাদীসে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে। সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানু আরবাআ'র হাদীস গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যেসব হাদীসে গান বাজনা হারাম বলা হয়েছে এমন কিছু হাদীস :

١. حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعرى قال حدثنى ابو عامر أو ابو مالك الاشعرى والله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ....

১. আবদুর রহমান ইবনু গানাম আল আশ'আরী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আবু আমির অথবা আবু মালিক আল আশআরী (এ হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমার কাছে মিথ্যে বলেননি। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন, আমার উম্মাতের

---

৪৮. আল্লামা আলূসী আল বাগদাদী : তাফসীর রুহুল মাআনী, (বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.), খ-১৪, পৃ. ৬৭।
৪৯. কুরতুবী : আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, (বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.) খ-১৭, পৃ. ৮০।
৫০. আল্লামা আলূসী : তাফসীর রুহুল মাআনী, (বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.) খ-১৪, পৃ. ৬৭।

www.bjilibrary.com

মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু গ্রুপের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মাদকদ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে।.....[৫১]

সুনানু ইবনু মাজাহতে বলা হয়েছে–

٢. عن أبي مالك الأشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالـــمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير ـــ

২. আবূ মালিক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'আমার উম্মাতের কিছু লোক মাদকদ্রব্য সেবন করবে এবং এর নাম পরিবর্তন করে অন্য কিছু রাখবে। তাদের মাথার ওপরে বাজনা বাজানো হবে এবং গায়িকারা গান পরিবেশন করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেবেন। তাদের মধ্য থেকে অনেককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করবেন।'[৫২]

এ হাদীসটি আবূ দাউদ (রহ) ও বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ্ বলেছেন। সহীহ্ ইবনু হিব্বানে এই মর্মে আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫৩]

٣. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة خسف و مسخ و قذف ـــ فقال رجل من الـــمسلمين يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف وشربة الخمور ـــ

৩. ইমরান ইবনু হুছাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এই উম্মাতের জন্য ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি এবং পাথর বর্ষণের শাস্তি রয়েছে। জনৈক মুসলিম ব্যক্তি তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,

---

৫১. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল : সহীহ্ আল বুখারী, (ঢাকা, ইফাবা, ২০০৪ খ্রি.) খ-৯, পৃ. ২১৬-২১৭, (হাদীস-৫১৮৯)।

৫২. আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ : সুনান ইবনু মাজাহ্ (ঢাকা, ইফাবা, ২০০২ খ্রি.) খ-৩, পৃ. ৪৯৯।

৫৩. ইমাম আশ্ শাওকানী : নাইলুল আওতার, (বৈরূত, তা.বি), খ-৮, পৃ. ৯৭। সহীহ্ ইবনু হিব্বান।

www.bjilibrary.com

সেটি কখন ঘটবে? তিনি বললেন, 'যখন গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র ও মাদকদ্রব্য সেবন ব্যাপকতা লাভ করবে।'[৫৪]

আবু ঈসা তিরমিযি বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আ'মাশ.... আবদুর রহমান ইবনু সাবিত (রহ)-এর সূত্রে নবী-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুরসাল রূপে বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আহমাদে বলা হয়েছে-

٤. عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعلمين وهدى للعلمين وامرني ربي عز و جل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصلب و امر الجاهلية لا يحل بيعهن ولاشراء هن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن و ثمنهن حرام —

৪. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ আমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও পথনির্দেশক হিসেবে পাঠিয়েছেন। আমার প্রতিপালক আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন গান বাজনার যন্ত্রপাতি নিশ্চিহ্ন করে দিই। আর আমি যেন দেবদেবীর মূর্তি, ক্রুশ এবং যাবতীয় অনৈসলামিক জিনিস বিলুপ্ত করে দিই। এসব জিনিসের বেচা কেনা শিক্ষা দেয়া অবৈধ। এসবের ব্যবসা করা যাবে না। এসবের মূল্য হারাম।'[৫৫]

জামি আত তিরমিযীর আরেক হাদীসে বলা হয়েছে-

٥. عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء — فقيل وما هن يا رسول الله؟ قال إذا كان المغنم دولا و الأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه و بر صديقه وجفا أباه و ارتفعت الأصوات في المساجد

---

৫৪. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি : সুনান আত্ তিরমিযি, (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯২ খ্রি.) খ-৪, পৃ. ৫৪১ (হাদীস-২২১৫)।

৫৫. আহমাদ ইবনু হাম্বল : মুসনাদ (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ১২৫।

www.bjilibrary.com

وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن أخر هذه الأمه أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا و مسخا ـــ

৫. আলী ইবনু আবী তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আমার উম্মাত যখন পনেরোটি বিষয়ে লিপ্ত হবে তখন তাদের ওপর মুসিবত নিপতিত হবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, সেগুলো কী? জবাবে তিনি বললেন, যখন গানীমাতের সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে, আমানাতকে গনিমত মনে করা হবে, যাকাতকে মনে করা হবে জরিমানা, পুরুষরা তাদের স্ত্রীর অনুগত হবে এবং মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করবে, বন্ধুর সাথে সদাচার করলেও পিতার সাথে করবে দুর্ব্যবহার, মাসজিদে শোরগোল করা হবে, নিকৃষ্ট লোকটি হবে সমাজপতি, কেবল অনিষ্টের ভয়ে কোনো লোককে সম্মান করা হবে, অধিক হারে মাদক দ্রব্য সেবন করা হবে, রেশমীবস্ত্র পরিধান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হবে। উম্মাতের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদেরকে মন্দ বলবে। তখন তোমরা অগ্নিতপ্ত বায়ু, ভূমিধ্বস বা চেহারা বিকৃতির মত শাস্তির অপেক্ষা করবে।'[৫৬]

আবু ঈসা আত্ তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব।[৫৭] ফারাজ ইবনু ফাযালা ছাড়া আর কেউ এ হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন বলেও আমরা জানিনা। কোনো কোনো হাদীস বিশেষজ্ঞ ফারাজ ইবনু ফাযালার সমালোচনা করেছেন এবং স্মরণশক্তির দিক থেকে তাঁকে দুর্বল বলেছেন।

আবু হুরাইরা (রা) থেকেও উপরিউক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম আত্ তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান[৫৮] গারীব।

---

৫৬. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা আত তিরমিযি : সুনান আত তিরমিযি (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯২ খ্রি.) খ-৪, পৃ. ৫৪০ (হাদীস-২২১৩)।

৫৭. বিস্তারিত ১৩২ নম্বর টীকা দ্রবষ্টব্য।

৫৮. বর্ণনাকারী (রাবী) সততা ও আমানতদারীতে সুপ্রসিদ্ধ, তবে স্মৃতি শক্তিতে ও নির্ভরযোগ্যতায় ত্রুটি থাকার কারণে সহীহ্ হাদীসের স্তরে পৌছেনি।
কারও কারও মতে– হাদীস সহীহ্ হওয়ার জন্য যেসব শর্ত রয়েছে তার কোনো একটি শর্ত না পাওয়া গেলে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়।

www.bjilibrary.com

তবে গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্রের বিষয়টি যেহেতু অন্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা সমর্থিত সেহেতু এই হাদীসকে দুর্বল চিহ্নিত করে গায়িকা ও গানবাজনাকে হালাল করার অপচেষ্টা গ্রহণীয় নয়।

নাইলুল আওতারে বলা হয়েছে–

٦. عن علی رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم قال بعثت بکسر الـــمزامیر ــــ

৬. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'আমি বাঁশী (তথা বাদ্যযন্ত্র) ভাঙ্গার জন্য প্রেরিত হয়েছি।'[৫৯]

٧. عن علی رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم نهی عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمّارة ــــ

৭. 'আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন– 'দফ, তবলা বা ঢোল বাজাতে এবং বাঁশীতে সুর তুলতে।'[৬০]

আল মুগনীতে বলা হয়েছে, এ হাদীসের একজন রাবী (বর্ণনাকারী) যার নাম ইবনু সালেম তিনি অপরিচিত।

٨. عن ابی هریرة أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یمسخ قوم من أمتی فی اخر الزمان قردة وخنازیر قالوا : یا رسول الله الـــمسلمون هم؟ قال : نعم یشهدون أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله ویصومون قالوا : فما بالهم یا رسول الله؟ قال إتخذوا الـــمعازف والقینات والدفوف وشربوا هذه الاشربة فباتوا علی شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا ــــ

৮. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

আরেক দলের মতে– সহীহ্ হাদীসের সকল শর্তই বিদ্যমান কেবল বর্ণনাকারীর স্মৃতি শক্তিতে ত্রুটি পাওয়া যায় এরূপ হাদীসকে 'হাসান' বলা হয়।
(কানযুল আসরার, মিযানুল আখবারের ভাষ্যগ্রন্থ, আর বারাকা লাইব্রেরী, বাংলাবাজার, তাবি)।

৫৯. আহমাদ ইবনু হাম্বল; মুসনাদ আহমাদ। ইমাম আশ শাওকানী : নাইলুল আওতার, (বৈরুত, তা.বি) খ-৮, পৃ. ১০০।

৬০. দারাকুতনী; তাবারানী।

www.bjilibrary.com

বলেছেন, 'আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দলকে শেষ জামানায় বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করা হবে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কি মুসলিম হবে? বললেন, হ্যাঁ, তারা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, তারা রোযাও রাখবে। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! তাদের অবস্থা এমন হবে কেন? তিনি বললেন, তারা বাদ্যযন্ত্র, গায়িকা এবং দফকে গ্রহণ করবে। আর তারা শরাব (অর্থাৎ মাদকদ্রব্য) পান করবে ফলে তা তাদেরকে মদমত্ত করে দেবে। (অশ্লীল) বিনোদনে লিপ্ত হবে। এইভাবে রাত অতিবাহিত করবে। তখন তাদের আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হবে।'[৬১]

٩. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة خسف و مسخ و قذف ـــ قيل و متى ذلك يا رسول الله؟ قال : إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر ـــ

৯. সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'এই উম্মাত ভূমিধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও পাথর বর্ষণের শিকার হবে। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তা কখন হবে? তিনি বললেন, যখন বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাদকদ্রব্যকে হালাল মনে করা হবে।'[৬২]

এই হাদীসের সনদে আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ ইবনু আসলাম নামে যিনি রয়েছেন তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। অন্যসূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটিকে ইবনু হাযম সাহীহ্ বলেছেন। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনু মাজাহ্ বর্ণিত সনদ সহীহ্। ইমাম আল বুখারী (রহ) এটি তা'লীক (প্রাসঙ্গিক) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৬৩]

١٠. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام ـــ

---

৬১. সহীহ্ ইবনু হিব্বান। মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন, (করাচী, তা.বি), খ-৩, পৃ. ২০৯।

৬২. আহমাদ ইবনু হাম্বল : মুসনাদ (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ১৬৩। মুফতী মুহাম্মদ শফী : আহকামুল কুরআন, (করাচী, তা.বি), খ-৩, পৃ. ২০৯।

৬৩. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

১০. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'আল্লাহ্ মাদকদ্রব্য, জুয়া (লটারী) ও তবলা হারাম করে দিয়েছেন। আর নেশার উদ্রেক করে এমন সকল বস্তুই হারাম।'[৬৪]

কুবাহ্ (كوبة) অর্থ– তবলা বা ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র।

١١.عن ابن عباس قال الكوبة حرام والدف حرام والمزامير حرام ـــ

১১. ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন– কুবাহ্ (ঢোল), ঢাক এবং বাঁশী হারাম।

আল বাইহাকী সুনানুল কুবরা গ্রন্থে এই হাদীসটি 'মাওকুফ'[৬৫] হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর আল বায্যার একে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে মারফু'[৬৬] রূপে বর্ণনা করেছেন।[৬৭]

١٢. عن انس و عائشة رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : صوتان ملعونان فى الدنيا و الاخرة مزمار عند نغمة و رنة عند مصيبة ـــ

১২. আনাস (রা) ও আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'দুনিয়া ও আখিরাতে দু'টো আওয়াজ ঘৃণিত। গানের সাথে বাঁশীর আওয়াজ এবং বিপদের সময় আর্তচিৎকার।'[৬৮]

আলাউদ্দীন আল মুত্তাকী বলেছেন, হাদীসটির সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

---

৬৪. সুলাইমান ইবনুল আল আস : সুনানু আবী দাউদ, (ইফাবা), হা-৩৬৪৪; ইমাম শাওকানী : নাইলুল আওতার (বৈরুত, তা.বি). খ-৮, পৃ. ৯৯। আহমাদ ইবনু হাম্বল; মুসনাদ (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ১২৫। ইবনু হিব্বান, বাইহাকীও হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন।

৬৫. موقوف (মাওকুফ) শব্দটি وَقْفٌ ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ- স্থিতকৃত। হাদীসের পরিভাষায় এ অর্থ- যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে موقوف (মাওকুফ) হাদীস বলে। –মুফতী আমীমুল ইহ্সান- মীযানুল আখবার, পৃ. ১৯।

৬৬. مرفوع (মারফু') শব্দটি رَفْعٌ ধাতু থেকে নির্গত। অর্থ- উত্তোলিত, যা উচুঁতে পৌছানো হয়েছে। হাদীসের পরিভাষায় যে হাদীসের সনদ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত পৌছেছে : আল বাইহাকী : সুনানুল কুবরা; আল বায্যার : এমন হাদীসকে মারফু' হাদীস বলা হয়। (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)।

৬৭. আল বাইহাকী : সুনানুল কুবরা; আল বায্যার : মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, পাকিস্তান, তা.বি), খ-৩, পৃ. ২০৯।

৬৮. আলাউদ্দীন আল মুত্তাকী : কানযুল উম্মাল (বৈরুত, তা.বি), খ-৭, পৃ. ৩৩৩। আল বাযযার, বাইহাকী, ইবনু মারদুইয়্যা।

www.bjilibrary.com

١٣. عن نافع، عن ابن عمر، رضى الله عنه أنه سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه فى أذنيه وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول : يا نافع أتسمع؟ فأقول : نعم، فيمضى، حتى قلت : لا، فوضع يديه و أعاد راحلته إلى الطريق وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا.

১৩. নাফি' (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ্) ইবনু উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনু উমার (রা) একবার রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনে তার কানের ভেতর দুটো আঙ্গুল রাখলেন এবং তার বাহন পথ থেকে ফিরিয়ে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, হে নাফি'! তুমি কি (এখনও সেই আওয়াজ) শুনছো? বললাম, হাঁ (শুনছি)। তারপর তিনি (আগের মত করেই) চলতে লাগলেন। যতক্ষণ আমি বললাম, না (এখন আর শুনতে পাচ্ছি না। যখন বললাম) তখন তিনি তাঁর দুহাত (কান থেকে বের করে) রেখে দিলেন এবং তাঁর বাহন পথে ফিরিয়ে আনলেন এবং বললেন, রাখালের বাঁশীর আওয়াজ শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে আমি এরূপ করতে দেখেছি।'[৬৯]

সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহকারে একই মর্মের আরেকটি হাদীস আবু দাউদে (হাদীস-৪৮৪৪) ও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি বর্ণনা করার পর সেটিকে মুনকার বলেছেন। তবে ইমাম আবু দাউদ ছাড়া আর কেউ (বিশেষ করে মুসনাদে আহমাদ এর সংকলক) এ হাদীসটি মুনকার বলেননি। তাছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ শাওকানী তাঁর নাইলুল আওতার গ্রন্থে বলেছেন–

والمنكر فى اصطلاح المتقدمين قد يطلق على الغريب ايضا فليتأمل —

মুনকার পরিভাষাটি প্রাচীন হাদীস বিশারদগণ 'গারীব' বা এই ক্যাটাগরীর হাদীস বুঝাতে ব্যবহার করতেন। কাজেই এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত।[৭০]

---

৬৯. আহমাদ ইবনু হাম্বল : মুসনাদ (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ৭ (হাদীস-৪৫৩৫)।
৭০. ইমাম শাওকানী : নাইলুল আওতার, (বৈরুত, তা.বি), খ-৮, পৃ. ১০০।

www.bjilibrary.com

উপরিউক্ত হাদীস গুলোতে বাদ্যযন্ত্র বা বাজনাকে স্পষ্টভাবে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। অনেকে আবার ঠুনকো যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছেন যে- 'বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি হারাম হয়েছে মদের অনুগামী হওয়ার কারণে। কেননা প্রথমত এসব বস্তু মাদক সেবনের দিকে আহবান করে। যে আনন্দ এগুলো দ্বারা অর্জিত হয়, তা মাদক দিয়েই ষোল কলায় পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি অল্পদিন হয় মদ ত্যাগ করেছে এসব বাদ্যযন্ত্র দেখলে তার পূর্বের মদের আড্ডার কথা স্মরণ হয়ে যাবে। যেহেতু এগুলো স্মরণ হওয়ার কারণ হয়। স্মরণ হলে আগ্রহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আগ্রহ অধিক হলে তা মদ পানের কারণ হয়ে যায়।..... এসব কারণে তারের বাদ্যযন্ত্র যেমন বীণা, বেহালা, সারঙ্গী ইত্যাদি হারাম হয়েছে। এগুলো ছাড়া অন্যান্য বাজনা যেমন ঢাক, ঢোল ইত্যাদি বৈধ। এগুলোকে পাখিদের আওয়াজের ওপর কিয়াস করে বৈধ করা হয়েছে। কারণ, মদের সাথে এগুলোর সম্পর্ক নেই।'[৭১]

উপরে আমরা যেসব হাদীস উল্লেখ করেছি সেসব হাদীস অবশ্যই এ যুক্তি সমর্থন করে না। সেখানে উদ্দেশ্যের কারণে হারাম করা হয়নি বরং মৌলিকভাবেই একে হারাম করা হয়েছে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবা কিরাম ও তাবিঈদের যুগে গান বাজনা

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে এবং অব্যবহিত পরেও আরবে গান বাজনার প্রচলন ছিলো। কিন্তু যাঁরা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গান বাজনার তেমন চর্চা দৃষ্ট হয় না। আল কুরআনের ভাব ও ভাষা, ছন্দের দ্যোতনা, প্রাঞ্জল বর্ণনা, বিষয়বস্তুর অনির্বচনীয় সম্মোহনী শক্তি তাদের মন মানসিকতা থেকে গান বাজনার নেশা-ই যেন দূর করে দিয়েছিলো। দ্বিতীয়তঃ গান বাজনা সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতিবাচক উক্তির কারণে তাঁরা গান বাজনা এড়িয়ে চলতেন। পুরো জাযিরাতুল আরব ইসলামের অধিনস্থ হওয়ার পরে ভালো (শির্ক ও অশ্লীলতামুক্ত) কবিতা চর্চা অব্যাহত ছিলো। সেই কবিতা এবং বিভিন্ন যুদ্ধের ওপর রচিত কাব্যগাথা নিয়ে শিশু কিশোররা ছড়াগান গাইতো। দাসী বাঁদীরাও

৭১. আবু হামিদ আল গাযালী : ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন, (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ২৪৯-২৫০।

www.bjilibrary.com

বিয়ে এবং ঈদের অনুষ্ঠানে গান গাইতো। তবে তা ছিল শির্‌ক মুক্ত ও শালীন কথা সম্বলিত গান। তা এতো সীমিত পর্যায়ে ছিলো যে, মুহাজিরদের মধ্যে গানের চর্চা ছিলো না বললেই চলে, যা কিছু ছিলো তা কেবল আনসারদের মধ্যেই।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ওফাতের পর সাহাবা কিরামের যুগেও গান বাজনার প্রসার ঘটেনি।

আবু বাকর (রা)-এর শাসনামলও নবীযুগের অনুরূপ ছিল।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খালিফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাতে মদীনার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতেন। যদি কোথাও গান কিংবা দফ (খঞ্জরী) এর আওয়াজ শুনতে পেতেন, লোকদের জিজ্ঞেস করতেন সেখানে কী হচ্ছে? যদি বলা হতো বিয়ে কিংবা খাতনার অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন তিনি চুপ থাকতেন। আর যদি অন্য কোনো অনুষ্ঠানের কথা বলা হতো তাহলে তিনি চাবুক দিয়ে শাস্তি দিতেন।[৭২]

উমার (রা)-এর পর উসমান (রা) খালিফা নির্বাচিত হন। তাঁর সময়েও গান বাজনার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। অথচ তিনি মনে করতেন, গানের সাথে যদি হারাম কিছুর মিশ্রণ না ঘটে তাহলে সেই গান শোনা জায়েয।[৭৩]

আলী (রা) বলতেন, সবচেয়ে খারাপ ঘর সেইটি যা গানের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।[৭৪]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) গানের প্রতিটি বাক্যকেই মাকরূহ মনে করতেন। অর্থাৎ অপছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন এতে মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর কিছু নেই। বরং মুসলিমগণ এতে মত্ত হয়ে তার চেয়ে প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর জিনিস থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। তিনি বলতেন–

الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل —

'গান অন্তরে নিফাক (মুনাফেকী) এর সৃষ্টি করে, যেভাবে পানি ফসলের উৎপাদন

---

৭২. আবদুর রাজ্জাক; আল মুসান্নাফ (করাচী, আল মাজলিস আল ইলমী, তা.বি) খ-১১, পৃ-৫। ইবনু আবী শাইবা : আল মুসান্নাফ (বৈরুত, তা.বি) খ-১, পৃ-২১৪।

৭৩. আবদুর রাজ্জাক : প্রাগুক্ত, পৃ-৬।

৭৪. ড. রাওয়াস কিল্লাজী : মাওসূআতু ফিক্‌হ (জামিআ উম্মুল কুরা, ১৪০৪ হি), খ-৪,পৃ-৬১৭। ইবনু কুদামা : রওযাতুন নাযীর (রিয়াদ, ১৪০৪ হি), খ-৫, পৃ-৪০০।

www.bjilibrary.com

করে।[৭৫] অবশ্য তিনি বিয়ে কিংবা ওয়ালিমা (বিবাহ ভোজ) এর অনুষ্ঠানে গানের অনুমতি দিতেন। ইবনু মাসউদ (রা) একবার এমন ওয়ালিমার অনুষ্ঠানে গেলেন যেখানে গান হচ্ছিলো, তিনি সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন, কিন্তু গান থামাতে বললেন না।[৭৬]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবা কিরাম (রা)-এর যুগের পর তাবিঈদের যুগেও গান বাজনা ব্যাপকতা লাভ করেনি। সাধারণ মুসলিমগণ যাদের অনুসরণীয় মনে করতেন সেই নেতৃস্থানীয় তাবিঈদের অভিমত থেকেও আমাদের কাছে সেই সমাজের চিত্র পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহ)কে গান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, 'তোমার জন্য তা শোভনীয় নয়, আমি তোমাকে গান থেকে নিষেধ করছি।' প্রশ্নকারী বললেন, 'তাহলে কি গান হারাম?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভাতিজা, তুমিই দেখ যখন আল্লাহ্ হক ও বাতিলের পার্থক্য করে দিয়েছেন তখন তুমি গানকে কোথায় স্থান দেবে?[৭৭] প্রখ্যাত তাবিঈ শা'বী (রহ) যারা গান শুনে এবং যারা গান গায় তাদের প্রত্যেককে অভিসম্পাত দিতেন। বলতেন–

لعن المغنى والمغنى له —

গায়ক, গায়িকা এবং শ্রোতা সবাইকে লা'নত।[৭৮]
(তাবিঈ) ফুদাইল ইবনু আয়াদ (রহ) বলেছেন–

الغناء رقية الزّنا —

'গান ব্যভিচারের মন্ত্র।'[৭৯]
দাহ্হাক (রহ) বলেছেন–

الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب —

'গান প্রতিপালকের ক্রোধ ও অন্তরের বিপর্যয়ের কারণ।'[৮০]

---

৭৫. আহমাদ ইবনু হুসাইন আল বাইহাকী : আস সুনান আল কুবরা (বৈরুত, দারুল ফিকর, তা.বি), খ-৮, পৃ-২৩৩। মুহাম্মদ ইবনু কুদামাহ্ : আল মুগনী (রিয়াদ, ১৪০১ হি.), খ-৯, পৃ-১৭৫।
৭৬. ইবনু আবী শাইবা : মুসান্নাফ, ১ম খণ্ড, পৃ- ২১৪।
৭৭. আবদুর রহমান ইবনু আল জাওযী : তালবিস ইবলীস (বৈরুত, মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি), পৃ-২২৫। মুফতী মুহাম্মদ শফী' : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ-২১৩।
৭৮. প্রাগুক্ত।
৭৯. প্রাগুক্ত।
৮০. প্রাগুক্ত, পৃ-২২৫।

www.bjilibrary.com

গান বাজনা সম্পর্কে প্রখ্যাত ফিক্‌হবিদদের অভিমত

হানাফী ফিকহবিদদের অভিমত

ইমাম আবু হানিফা (রহ)-এর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে আবু তাইয়িব আত তাবারী (রহ) বলেছেন–

كان أبو حنيفة يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ و يجعل سماع الغناء من الذنوب ــ قال : وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة : إبراهيم، و الشعبى، و حماد، و سفيان الثورى، و غيرهم : لا اختلاف بينهم فى ذلك ــ

আবু হানিফা (রা) গান শোনাকে অপছন্দ করতেন।নাবীয[৮১] পান করাকে মুবাহ্ মনে করা সত্ত্বেও গান শোনাকে গুনাহ্ মনে করতেন। আত তাবারী (রহ) বলেন, কুফাবাসী সকল (আলিম)-এর মাযহাবও তাই। যেমন-ইবরাহীম (নখঈ), শা'বী, হাম্মাদ ও সুফিয়ান ছাওরী (রহ) প্রমুখ এদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ ছিলো না।[৮২]

কারাহিয়াতুল খুলাসা গ্রন্থের বরাত দিয়ে আহকামুল কুরআনে বলা হয়েছে–

وفى الفتاوى : استماع صوت الملاهى كالقصب وغيره حرام، لأنه من الملاهى، وقال عليه الصلوة والسلام : "استماع الملاهى معصية، الجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر" ــ وهذا على وجه التهديد، ولكن وجب عليه أن يجتهد حتى لايسمع (خلاصة ٤ : ٣٤٥)

---

৮১. খেজুর বা আঙ্গুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে তৈরী করা পানীয়। তবে যদি এক রাতের বেশি ভিজিয়ে রাখা না হয় তাহলে সেই ধরনের নাবীয পানের অনুমতি আবু হানিফা (রহ) দিয়েছেন। এই ধরনের নাবীয রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পান করতেন বলেও হাদীসে পাওয়া যায়।– লেখক।

৮২. আবদুর রহমান ইবনু আল জাওযী : তালবিস ইবলীস (বৈরুত, মাকতুবাতুল আসরিয়্যাহ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২২০।

www.bjilibrary.com

ফাতওয়ার কিতাবসমূহে রয়েছে- বিনোদনের শব্দ যেমন বাঁশের বাঁশী ইত্যাদি শোনা হারাম। অবশ্যই তা বিনোদন বা ক্রীড়া কৌতুকের মধ্যে পড়ে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, '(অশ্লীল) বিনোদন (মূলক গান) শোনা গুনাহ্র কাজ। সেখানে বসা ফাসিকী। সেখান থেকে স্বাদ আস্বাদন করা কুফরী।' একথাটি হুমকি স্বরূপ বলা হয়েছে। কেননা তা না শোনার জন্য চেষ্টা করা তার জন্য ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য), খুলাসা-৪ : ৩৪৫।'[৮৩]

মুফতী মুহাম্মাদ শ'ফী (রহ) তাঁর রচিত আহকামুল কুরআন-এ হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফকীহ ও মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার পর সেগুলোর সারসংক্ষেপ লিখেছেন এভাবে-

১. যদি একাকী নির্জনে কেউ সময় কাটানোর জন্য গান গায়, হানাফী সকল ফকীহর দৃষ্টিতে তা মুবাহ্। তবে আপত্তিকর কথা যদি গানে থাকে তাহলে জায়েয নয়।

২. অনুষঙ্গ হিসেবে গানের সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম।

৩. বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র যদি গানের সাথে অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহার না করে শুধু বিনোদনের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা হয় তাও হারাম। খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য, ঘোষণা কিংবা তথ্য প্রদান বা বিবৃতির জন্যও তা ব্যবহার করা যাবে না। তবে বিয়েতে এবং পরস্পর আনন্দ প্রকাশার্থে ব্যবহার করা জায়েয।

৪. মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য গান গাওয়া কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। বাহরুর রায়িক গ্রন্থে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য গান করে বেড়ায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৮৪]

শাফেয়ী ফিকহবিদদের অভিমত-

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস আশ শাফেয়ী (রহ) বলেছেন-

الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ـــ ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته ـــ

---

৮৩. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলুমুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি), খ-৩, পৃ. ২২৯।

৮৪. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

'গান বাতিল বিষয়গুলোর মতো একটি অপছন্দনীয় বিনোদন বা ক্রীড়া। যে বেশি গান করে সে বোকা। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৮৫]

তিনি আরও বলেছেন–

وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته

'বাঁদীর মালিক যদি বাঁদীর গান শোনাবার জন্য লোকজনকে একত্রিত করে, তাকে মূর্খ বলা হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।'[৮৬]

ইমাম শাফেয়ী এর শিষ্যদের মতে– 'যে মহিলা মাহরাম নয়, তার গান শোনা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়, সে প্রকাশ্যে থাকুক কিংবা পর্দার অন্তরালে। স্বাধীন মহিলা হোক কিংবা বাঁদী।'[৮৭]

ইবনু হাজার আল মাক্কী আশ শাফেয়ী বলেন– 'স্বাধীন মহিলা কিংবা অপরিচিত দাসীর কণ্ঠে গান শোনা এ জন্য আমাদের কাছে হারাম যে, নারীর কণ্ঠস্বরও সতর (গোপনীয় রাখার জিনিস)। ফিতনা সৃষ্টির আশংকা থাক চাই না থাক।'[৮৮]

واتفقوا أيضا على تحريم كل غناء يوصل إلى ترك واجب، أو انضم معه حرام —

এ সম্পর্কে সকল শাফেয়ী আলিম একমত হয়েছেন যে, ওয়াজিব পরিত্যাগ করার পর্যায়ে পৌছে অথবা তার সাথে কোনো হারাম জিনিস যুক্ত হয় তাহলে এমন সকল প্রকার গান-ই হারাম।'[৮৯]

মালিকী ফিকহবিদদের অভিমত

ইসহাক ইবনু ঈসা (রহ) বলেছেন, আমি ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ) কে প্রশ্ন করেছিলাম, 'মদীনাবাসী কী শর্তে গান করার অনুমোদন দিয়েছে?' জবাবে তিনি বললেন–

إنما يفعله الفساق — فهو مذهب سائر أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد

---

৮৫. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৩৫। আবদুর রহমান ইবনুল যাওযী : তালবীস ইবলীস (বৈরুত, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ২২০।
৮৬. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী : আল জামিউ লি আহ্কামিল কুরআন (বৈরুত, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, ১৯৮৮ খ্রি.), খ-১৪, পৃ. ৩৯।
৮৭. আবু হামিদ আল গাযালী : ইহইয়াউ উলূমুদ্দীন। খ-৩, পৃ. ৬৭।
৮৮. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৩৫।
৮৯. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

وحده، فإنه لم ير به بأسا ــ وهو أيضا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، و سائر أهل الكوفة، إبراهيم النخعي، و الشعبي، و حماد، و سفيان لثوري ــ لا خلاف بينهم فيه ــ

এমনটি কেবল ফাসিক লোকরাই করে থাকে। এটি সকল মদীনাবাসীর মাযহাব শুধু ইবরাহীম ইবনু সা'দ ছাড়া। কারণ তিনি এর মধ্যে ক্ষতিকর কিছু দেখেননি।' আবু হানিফা (রা)-এর মাযহাবও (মদীনাবাসীর মত) এরূপ। সেই সাথে সকল কূফাবাসীরও। যেমন– ইবরাহীম নখঈ, শা'বী, হাম্মাদ, সুফিয়ান ছাওরী (রহ) প্রমুখ। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই।[৯০]

একবার ইমাম মালিক (রহ) সম্পর্কে তাঁর এক শিষ্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'তিনি কি গান অপছন্দ করতেন?' জবাবে তিনি বললেন–

كره مالك قرأة القران بالألحان فكيف لايكره الغناء ــ

'সুললিত কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করাও মালিক (রহ) পছন্দ করতেন না, তাহলে গান অপছন্দ না করেন কিভাবে?'[৯১]

এমন কি তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানের গান বাজনাও পছন্দ করতেন না। আল মুদাওয়ানায় বলা হয়েছে–

كان مالك يكره الدفاف والمعازف كلها في العرس ــ

'মালিক (রহ) বিয়ের অনুষ্ঠানেও দফ এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানো অপছন্দ করতেন।'[৯২]

ইমাম মালিক (রহ) ফাতওয়া দিয়েছেন–

اذا اشترى جارية و وجدها مغنية كان له ردها بالعيب ــ و هو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد ــ

---

৯০. বাদশাহ্ আলমগীরের নেতৃত্বে ফিকহী বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত : আল ফাতওয়া আলমগীরী (মিশর, তা.বি), খ-৫, পৃ. ৩৮৮।
৯১. ইমাম মালিক ইবনু আনাস : আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা (বৈরুত, তা.বি), খ-৪, পৃ. ৩৯৭।
৯২. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

বাঁদী কেনার পর যদি জানা যায় সে গায়িকা, তাহলে তাকে এই দোষের জন্য ফেরত দেয়া ক্রেতার জন্য জায়েয। সকল মদীনাবাসী (আলিম)-এর মাযহাব এটি। কেবল ইবরাহীম ইবনু সা'দ ছাড়া।[৯৩]

হাম্বলী ফিকহবিদদের অভিমত

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ)-এর সময়েও গীতি কবিতা সুর করে গাওয়া হতো। তিনি এর ফলাফল প্রত্যক্ষ করতেন। তাই এ সম্পর্কে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ) লিখেছেন ঃ

وروى عن أحمد روايات مختلفة فى كراهة الغناء وإباحته، ووجه الجمع أن إنشاد الأشعار المرغبة فى الأخرة جائز، والغناء بغيرها على الوجه المعتاد الآن غير جائز —

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) থেকে গান পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে, এর সামঞ্জস্য এভাবে করা যায় যে, আখিরাতের ব্যাপারে উৎসাহমূলক কোনো কবিতা যদি সুর তুলে গাওয়া হয়, তবে তা জায়েয। আর অন্য কোনো গান, যেমন বর্তমান সময়ের প্রচলিত গান, জায়েয নয়।[৯৪]

ইবনু কুদামাহ্ তাঁর আল মুগনীতে হাম্বলী মাসলাকের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন–

الملاهي نوعان : محرم : وهو الآلات المطربة كالمزمار والطنبور ونحوه، والنوع الثانى مباح : وهو الدف فى النكاح —

'বিনোদন দু'প্রকার। এক প্রকার হারাম। তার মধ্যে গায়িকার বাদ্যযন্ত্র অন্যতম। যেমন বাঁশী, ঢোল ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার মুবাহ। যেমন– বিয়ে অনুষ্ঠানের দফ (খঞ্জরী)।'[৯৫]

ইসমাঈল ইবনু ইসহাক আছ ছাকাফী (রহ) বলেন, গীতি কবিতা (সুর দিয়ে

---

৯৩. প্রাগুক্ত। আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী : আল জামিউ লিআহকামিল কুরআন (বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.), খ্- ১৪, পৃ. ৩৯।

৯৪. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৩৫।

৯৫. ইবনু কুদামাহ্ : আল মুগনী (রিয়াদ, মাকতাবাতুর রিয়াদ, ১৪০১ হি.), খ-৬, পৃ. ৩৬।

www.bjilibrary.com

গাওয়া হলে তা) শোনা সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। জবাবে তিনি বলেছিলেন- 'আমি তা অপছন্দ করি। তা বিদআত। তাই তারা তাদের সাথে উঠাবসা করতেন না।'[৯৬]

ইমাম আহমাদ (রহ)-এর ছেলে তাঁকে গান শোনা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, জবাবে তিনি বলেছিলেন,

الغناء ينبت النفاق فى القلب لايعجبنى —

'গান অন্তরে নিফাক (মুনাফিকী)-এর জন্ম দেয় তাই আমি তা পছন্দ করি না।'[৯৭]

গান বাজনা সম্পর্কে ইমাম সারাখসী-র (রহ) অভিমত–

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ) তাঁর তাফসীর আহকামুল কুরআনে সুফীদের সামা (গান)-এর বৈধতা অবৈধতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে শামসুল আয়িম্মা আল্লামা সারাখসী (রহ)-এর একটি অভিমত এনেছেন, সেখানে বলা হয়েছে–

السماع والقول والرقص الذى يفعله المتصوفة فى زماننا حرام. لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه، وهو الغناء والمزامير سواء.

'আমাদের সময়ের সুফীদের সামা (গান), সামার কথা এবং নৃত্য যা তারা করে থাকে, হারাম। সেদিকে (অর্থাৎ সেই অনুষ্ঠানে) যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং সেখানে গিয়ে বসা জায়েয নয়। সেখানকার গান এবং বাজনা (দুটোই) সমান।'[98]

ইমাম আবু ইউসুফের (রহ) অভিমত–

وسئل أبو يوسف رحمه الله عن الدف أتكرهه فى غير — العرس بأن تضرب المرأة فى غير فسق للصبى؟ قال : لا أكرهه،

وأما الذى يجئ منه اللعب الفاحش للغناء فإنه أكره —

আবু ইউসুফ (রহ)কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো দফ সম্পর্কে– 'আপনি কি বিয়ের

---

৯৬. আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী : তালবীস ইবলীস (বৈরুত, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২১৮।
৯৭. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৪৪।
৯৮. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৩৪।

www.bjilibrary.com

অনুষ্ঠান ছাড়া দফ বাজানো অপছন্দ করেন, যেমন মহিলারা– খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া শিশুদের জন্য বাজিয়ে থাকে? তিনি বলেন, 'আমি এটি অপছন্দ করি না। তবে যার থেকে গানে অশ্লীল ক্রীড়া কৌতূক হবে আমি তাকেই অপছন্দ করবো।'[৯৯]

ইমাম শাফেয়ী-র শিষ্যদের অভিমত–

শাইখুল ইসলাম আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু মুহাম্মাদ আল হাফীদ আল হারাভী আশ শাফেয়ী (মৃত্যু-৯০৬ হিঃ) বলেছেন–

إن أصحاب الشافعي رحمه الله ذكروا أن الغناء و سماعه مكروهان وليسا بمحرمين ـــ لكن السماع من محل الفتنة كالأجنبية و الصبي حرام بالإجماع، ويحرم استعمال آلات الغناء مما هو من شعار الخمارين كالطنبور والصنج والعود والرباب والمزمار العراقي و سائر الملاعب، والأوتار ـــ واختلفوا في الدف في غير العرس والختان فالأصح أنه مباح وإن كان فيه جلاجل ـــ

শাফিঈ (রহ)-এর শিষ্যগণ বলেন, গান গাওয়া এবং শোনা উভয়ই মাকরূহ্ (অপছন্দনীয় কাজ)। হারাম নয়। কিন্তু ফিতনার আশংকার স্থান থেকে শ্রবণ করার যেমন বেগানা মহিলা ও কিশোরদের থেকে গান শ্রবণ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তেমনিভাবে গানের অনুষঙ্গ হিসেবে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করাও হারাম। কেননা তা (সেসব বাদ্যযন্ত্র) মদ বিক্রেতাদের নিদর্শন যেমন– ঢোল, গীটার, তারের তৈরী (অন্যান্য) বাদ্যযন্ত্র, রাবাব এবং ইরাকী বাঁশী সহ যাবতীয় (বাদ্যযন্ত্রের) বিনোদন। বিয়ে এবং খাতনার অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য কোন অনুষ্ঠানে দফ বাজানো সম্পর্কে একাধিক অভিমত রয়েছে। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে– মুবাহ্। যদি তাতে (অর্থাৎ দফ বাদ্যযন্ত্রে) ঝুনঝুনি লাগানো থাকে তবুও।[১০০]

আবু তাইয়িব আত্ তাবারীর (রহ) অভিমত

আবু তাইয়িব আত্ তাবারী (রহ) বলেছেন–

---

৯৯. আল ফাতওয়া আলমগীর (মিশর, তা.বি), খ-৫, পৃ. ৩৮৮।

১০০. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২৩৮।

www.bjilibrary.com

فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه ـــ

সকল দেশের আলিমগণ গান অপছন্দনীয় বিষয় বলে একমত হয়েছেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।[১০১]

ইয়াযীদ ইবনু ওয়ালীদের (রহ) অভিমত–

ইয়াযীদ ইবনু ওয়ালিদ (রহ) বলেছেন– 'তোমরা গান থেকে দূরে থাকবে। কারণ এটি যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, মনুষ্যত্ব ধুলিসাৎ করে, মদের বিকল্প এবং নেশার মত প্রভাব বিস্তার করে। তারপরও যদি তুমি শোনো তাহলে কোনো মহিলার (কণ্ঠে) গান শুনবে না। কেননা এটি ব্যভিচার দাবী করে।'[১০২]

ইমাম শাফেয়ী (রহ)-এর (প্রধান প্রধান) শিষ্যগণ সামা' (গান) (বৈধ হওয়ার ব্যাপার) অস্বীকার করতেন। এবং পরবর্তী আকাবিরগণও একে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম আবু তাইয়িব আত তাবারী। গানকে নিন্দা ও নিষেধ করে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।[১০৩]

আবু তাইয়িব আত্ তাবারী বলেছেন– 'গান গাওয়া, শোনা এবং কাঠি দিয়ে আঘাত করে কিছু (বাদ্যযন্ত্র) বাজানো জায়েয নয়।'[১০৪]

আবদুর রহমান ইবনুল জাওযীর (রহ) অভিমত

আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী বলেছেন– 'আমাদের ফকীহ্গণ বলেছেন– যারা গান গায় এবং যারা নৃত্য করে– তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[১০৫]

ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়ার (রহ) অভিমত

فإن المغنى إذا غنى بذلك حرك القلوب المريضة إلى محبة الفواحش، فعندها يهيج مرضه و يقوى بلاؤه، وان كان القلب فى عافيه من ذلك جعل فيه مرضا كما قال بعض السلف! الغناء رقية الزنى ـــ

---

১০১. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল কুরতুবী : আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন (বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.), খ-১৪ পৃ. ৩৯।

১০২. প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৩। আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী : তালবীস ইবলীস (বৈরুত, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২২৫।

১০৩. আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী : তালবীস ইবলীস (বৈরুত, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২২১।

১০৪. প্রাগুক্ত।

১০৫. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

অবশ্য গায়ক (বা গায়িকা) যখন গান গায় তখন রোগগ্রস্ত অন্তর অশ্লীল মহব্বতের দিকে ধাবিত হয়। সেই সময় তার মনের অসুখ বৃদ্ধি পেয়ে তাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। যদি তা থেকে মন পবিত্রও থাকে তবু (গান বাজনা) মনকে অসুস্থ করে দেয়। এজন্যই পূর্ববর্তী অনেক আলিম বলতেন– 'গান ব্যভিচারের মন্ত্র।'[১০৬]

আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন–

والمعازف هى خمر النفوس .... فاذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك —

(গান) বাজনা হচ্ছে আত্মার মদ।..... যখন তা সুরের নেশায় মত্ত হয়ে যায় তখন তাদের জন্য শিরকের দরজাও উন্মুক্ত হয়ে যায়।[১০৭]

তিনি সামা (গান) সম্পর্কে আরও বলেন–

فلا نزاع بين أئمة الدين أنه ليس من جنس القرب والطاعات والعبادات و لم يكن أحد من الصحابة والتابعين و أئمة الدين وغيرهم من مشائخ الدين يحضرون مثل هذا السماع لا بالحجاز، و لامصر، ولاشام، و لا العراق، و لا خراسان، ولا فى زمن الصحابة والتابعين و لا تابعيهم —

এ ব্যাপারে আয়িম্মায়ি দীন (প্রসিদ্ধ ইমামগণ) এর মধ্যে কোনো বিতর্ক নেই যে, গান বাজনা আল্লাহর আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম নয়, এমনকি তা ইবাদাতও নয়। সাহাবীদের মধ্যে, তাবিঈদের মধ্যে, দীন ইসলামের ইমামদের মধ্যে এবং বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কেউ সামার অনুষ্ঠানের মত এমন কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। না হিজাযে, না মিশরে, না শামে (সিরিয়ায়), না ইরাকে, না খোরাসানে, না সাহাবীদের সময়ে না তাবিঈদের সময়ে না তাবে তাবিঈদের সময়ে।[১০৮]

একবার শাইখ নিজামউদ্দিন (রহ)-এর মজলিসে দফ বাজিয়ে (সামা) গান গাওয়া হচ্ছিলো। শাইখ নাসীরউদ্দিন মাহমুদ সেখানে ছিলেন। তিনি মজলিস থেকে চলে

---

১০৬. তাকিউদ্দীন আহমদ ইবনু তাইমিয়াহ্ : মজমুআহ্ আল ফাতওয়া, (মিশর, তা.বি) খ-১৫, পৃ. ৩১৩।

১০৭. প্রাগুক্ত, খন্ড-১০, পৃ- ৪১৭।

১০৮. প্রাগুক্ত, খ-১১, পৃ, ৫৩১-৫৩২।

www.bjilibrary.com

যাওয়ার জন্য ওঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গী সাথীরা আপত্তি করলেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন, এটি সুন্নাতের পরিপন্থি। তাঁরা তাঁকে বললেন, আপনি সামা অপছন্দ করছেন এবং মুরশীদের তরিকা পরিত্যাগ করছেন? তিনি বললেন, মুরশিদ শরী'আতের দলিল হতে পারেন না, একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহই দলিল। কতিপয় মুরীদ নিজামউদ্দিন (রহ)-এর কাছে মুরীদ নাসীর উদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। শাইখ বুঝলেন তিনি ঠিকই বলেছেন, তখন বললেন, সে যা বলেছে ঠিক আছে।'[১০৯]

জুনাইদ আল বাগদাদীকে সামা (গান) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, যারা পীর মুরিদী লাইনে নতুন তাদের জন্য এটি ভ্রষ্টতার কারণ, আর যারা এ লাইনে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন তাদের জন্য সামা নিষ্প্রয়োজন।'[১১০]

শাহ্ ওয়ালি উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ)-এর অভিমত

فالملاهى نوعان محرم وهى الالآت المطربة كالمزامير ومباح وهو الدف والغناء فى الوليمة ونحوها من حادث سرور —

'বিনোদন দুই প্রকার, একটি হারাম– যেমন বাঁশী বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান। অন্যটি মুবাহ– যেমন ওয়ালিমা (বিবাহ ভোজ) বা এই রকম আনন্দ প্রকাশের অনুষ্ঠানে দফ বাজিয়ে গান।'[১১১]

সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ)-এর অভিমত

বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্নের জবাবে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রহ) বলেছেন–

'হাদীসে এসেছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'আমি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্য প্রেরিত হয়েছি।' এখন বলুন যে নবী এ কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন তাঁর অনুসারীরাই আবার এসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি এবং এগুলোর ব্যবসা ও ব্যবহারে নিজেদের শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করবে একথা কেমন করে ঠিক হতে পারে? সে যুগে দফ ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিলো না। এটা ভুল কথা।

---

১০৯. মুফতি মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন, প্রাগুক্ত, খ-৩, পৃ. ২৪৯।
১১০. আলুসী আল বাগদাদী : তাফসীর রুহল মা'আনী (বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রি.) খ-৬, পৃ. ৪৬৭।
১১১. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ : হুজ্জাতুল্লাহির বালিগাহ্ (বৈরুত, দারুল মা'আরিফ, তা.বি), খ-২, পৃ. ১৯২।

www.bjilibrary.com

তৎকালীন পারস্য, রোম এবং জাহেলী আরবের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিই এমনটি বলতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বাজনার নাম তো জাহেলী যুগের কাব্যেও পাওয়া যায়। ..... নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিয়ে শাদী ও ঈদ উপলক্ষে দফ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, ব্যস এটিই চূড়ান্ত সীমা। এর বাইরে কোনো ব্যক্তির জন্য এটা ব্যবহার করা বৈধ নয়। এই চূড়ান্ত সীমাকে যে ব্যক্তি সূচনা বিন্দু (Starting point) বানাতে চায়, খামোখা এমন নবীর অনুসারীদের মধ্যে তার নাম লিখাতে কে তাকে বাধ্য করেছে, যিনি বাদ্যযন্ত্র ভাঙ্গার জন্য প্রেরিত হয়েছেন।[১১২]

আল্লামা মওদূদী (রহ) মহিলাদের গান বাজনা সম্পর্কে সূরা আল আহযাবের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন–

'এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে– যে দীন (জীবন ব্যবস্থা) নারীকে ভিন পুরুষের সাথে কোমল স্বরে কথা বলার অনুমতি দেয় না এবং বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেও তাদেরকে নিষেধ করে, সে কি কখনও মঞ্চে এসে নারীর নাচ গান করা, বাজনা বাজানো ও রঙ্গরস করা পছন্দ করতে পারে?[১১৩]..... এ সংস্কৃতি উদ্ভাবন করা হয়েছে কোন্ কুরআন থেকে? আল্লাহর নাযিল করা কুরআন তো সবার সামনে আছে। সেখানে কোথাও যদি এ ধরনের সংস্কৃতির অবকাশ দেখা যায় তাহলে সে জায়গাটা চিহ্নিত করে দেখানো হোক।[১১৪]

জাস্টিস্ মালিক গোলাম আলীর (রহ) অভিমত

জাস্টিস মালিক গোলাম আলী যিনি মাওলানা মওদূদী (রহ)-এর অবর্তমানে মাসিক তরজমানুল কুরআনের রাসায়েল মাসায়েল বিভাগে প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন–

'গান বাজনা বিশেষত নারী কণ্ঠের গান হারাম হওয়ার উল্লেখ আল কুরআনে নেই– এই যুক্তি দুই কারণে অচল। প্রথমত ইসলামের ব্যাপারে আদেশ নিষেধের উৎস শুধু কুরআনুল কারীম একথা বলার অধিকার কোনো মুসলিমের আছে বলে আমি মনে করি না। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভ (ভিত্তি)।

---

১১২. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী : রাসায়েল মাসায়েল (ঢাকা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রি.), খ-১, পৃ.১৫০-১৫১।

১১৩. সাইয়িদ আবুল আ'লা : তাফহীমুল কুরআন (ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০ খ্রি.), খ-১২, পৃ. ৪৪-৪৫।

১১৪. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

কিন্তু এর কোনো একটিরও যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধিবিধান কুরআনে নেই। প্রত্যেকটির ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস অনুসন্ধান ও তা থেকে পথ নির্দেশ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পানি পাওয়া গেলে সুস্থ মানুষের পক্ষে ওযু করে পবিত্র হওয়া ছাড়া নামায পড়া শুধু নাজায়েয-ই নয়, কবীরা গুনাহ। আল কুরআনের ওযুর প্রধান নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কি কি কারণে ওযু নষ্ট হয় তার সব কটি উল্লেখ করা হয়নি। যে ব্যক্তি হাদীসকে ইসলামী আইনের উৎস মনে করে না তার ওযু নামায কিংবা তাওয়াফের সময় নষ্ট হয়ে গেলে এবং সেই অবস্থায় নামায বা তাওয়াফ অব্যাহত রাখলে ছাওয়াব বা পুরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা উল্টো শাস্তি ভোগ করতে হবে। শরীআতের এরূপ আরও অনেক নীতিমালা রয়েছে, যেমন– শুধু কুরআনুল কারীমের অনুসরণের দাবীদার কোনো ব্যক্তি শূকরের গোশ্‌ত খাবে না বটে কিন্তু কুকুর ও পালিত গাধার গোশ্‌ত খাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকবে বা খেতে রাজী হবে না এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা এসব জন্তুর হারাম হওয়ার কথা কুরআনে নয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এ যুক্তি এরূপ ভুল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, পবিত্র কুরআনে নাচ, গান ও বাদ্যযন্ত্রের কোনো নিষেধাজ্ঞা উচ্চারিত হয়নি। নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একে হারাম বলা হচ্ছে। অথচ যিনি গভীর চিন্তাভাবনা ও সতর্কতার (তাকওয়া) সাথে কুরআনুল কারীম অধ্যয়ন করবেন তিনি সুস্পষ্টভাবে জানতে পারবেন, শরীআতের অধিকাংশ আইন কানুনের ব্যাপারে হাদীসে যা বলা হয়েছে তার মূল তত্ত্ব আল কুরআনেও রয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল কুরআনে যেটা সংক্ষেপে বা সাধারণ তত্ত্বকথার আকারে বলা হয়েছে হাদীসে তা সবিস্তারে বা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন সূরা আন নূরের ৩১ আয়াতের প্রথম দিকে বলা হয়েছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ

إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ـــ

'আর হে নবী! মুমিন মহিলাদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানগুলো হিফাযত করে আর তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, যা নিজে নিজে প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা ছাড়া।'

তারপর আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে–

www.bjilibrary.com

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ —

'এবং তারা যেন এমন জোরে পা ফেলে না চলে যাতে তাদের লুকানো সৌন্দর্য (বা অলংকারাদি) এর কথা লোকজন জেনে যায়।'

এখন প্রশ্ন হলো, চলাফেরার সময় নারীর অলংকার, আর তাও পায়ের অলংকারের ঝংকার কর্ণগোচর হওয়া যদি নিষিদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে নারী কণ্ঠে সুললিত সুর বাদ্যযন্ত্র সহকারে ধ্বনিত করা এবং তার নাচা গাওয়া আল কুরআনের দৃষ্টিতে কিভাবে জায়েয হতে পারে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোনো মুসলিম নারী কর্তৃক আযান দেয়া, মাসজিদে তাকবীর বলা এবং উচ্চস্বরে কুরআনুল কারীম পড়ার কোনো নজির নেই। তাহলে মুসলিম নারীর পক্ষে কোনো সমাবেশে, রেডিও বা টিভিতে গান করা এবং প্রেমের শিক্ষা দেয়া কিভাবে জায়েয হতে পারে।'[১১৫]

প্রকৃতিতে বিদ্যমান সুর ও সংগীত এক নয়

যারা ঢালাও ভাবে সুর ও সংগীতকে বৈধ বলতে চান তাদের অন্যতম যুক্তি হচ্ছে প্রকৃতিতেও সুর ও সংগীত বিদ্যমান। যেমন– নদীর কুলু কুলু রব, পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, সমুদ্র তরঙ্গের ধ্বনি, বাতাসের শন্ শন্ আওয়াজ, পাখির মুখে মিষ্টি মধুর গান, কীট পতঙ্গের ছন্দময় দ্যোতনা সবই তো প্রমাণ করে প্রকৃতিতেও সুর-সংগীত আছে। তাহলে সংগীত মানুষের কণ্ঠে গীত হলে আপত্তি কোথায়?

তাদের অন্যতম হচ্ছেন আবু হামিদ আল গাযালী। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে– ....'সারকথা এই যে, সুললিত ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে এসব স্বর শ্রবণ করা হারাম হতে পারে না। কেননা কারও মাযহাব এরূপ নয় যে, এক পাখির কণ্ঠস্বর হারাম হবে এবং অন্যটির হবে না। জড় পদার্থ ও প্রাণীর মধ্যেও এরূপ কোনো তফাৎ নেই যে, প্রাণীর স্বর দুরস্ত হবে এবং জড় পদার্থের স্বর দুরস্ত হবে না। অতএব যে স্বর মানুষের কণ্ঠ থেকে নির্গত হয় অথবা কাষ্ঠ থেকে বের করা হয় অথবা ঢোলক কিংবা দফ বাজানোর ফলে সৃষ্ট হয়, সবগুলো বুলবুলির কণ্ঠস্বরের সাথে কিয়াস করে দুরস্ত হওয়া উচিত।[১১৬]

---

১১৫. জাস্টিস মালিক গোলাম আলী : রাসায়েল মাসায়েল (ঢাকা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৩ খ্রি.), খ-৬, পৃ. ২৫২, ২৫৩।

১১৬. আবু হামিদ আল গাযালী : ইহ্‌ইয়াউ উলুমুদ্দীন (ঢাকা, অনুবাদক- এমদাদিয়া লাইব্রেরী) খ-২, পৃ-৭২।

www.bjilibrary.com

এ কথার সুন্দর জবাব দিয়েছেন এডওয়ার্ড হ্যান্স্লিক। তিনি বলেন– 'প্রকৃতির সংগীত' এবং 'মানুষের সংগীত' দুটি স্বতন্ত্র পর্যায়ের সামগ্রী। একটি থেকে অন্যটিতে পৌঁছানো যায় শুধু গণিত বিজ্ঞানের ভেতর দিয়েই। .... যেহেতু সংগীতে যা কিছু আছে তা পরিমেয়, অন্যপক্ষে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনিকে নির্দিষ্ট পরিমাণে পরিণত করা সম্ভব নয়, ধ্বনির এই দুটি জগতের মধ্যে প্রকৃত কোনো সম্পর্ক নেই।'[১১৭]

তিনি আরও বলেন– 'এইসব প্রাকৃতিক শব্দ মনকে যত গভীরভাবেই আনন্দদায়ক রূপে নাড়া দিক, তা মানবিক সংগীতের পাদপীঠ নয়, সেগুলো ঔপাদানিক সাদৃশ্য মাত্র।'....'প্রাকৃতিক শব্দ জগতের সবচেয়ে বিশুদ্ধ যে 'পাখিদের গান', তার সঙ্গেও সংগীতের কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ তাকে আমাদের সংগীতের স্বরগ্রামে পরিণত করা যায় না।'[১১৮]

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের বাদ্যযন্ত্র

অনেকে মনে করেন ইসলামপূর্ব সময়ে এবং ইসলাম পরবর্তী সময়ে আধুনিক বাদ্য যন্ত্রের মত এতো বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিলো না। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিলো। তাদের এ ধারণা মূলত তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। আল্লামা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ) বলেছেন–

'সে যুগে দফ (খঞ্জরী) ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিলো না এটা ভুল কথা। তৎকালীন পারস্য রোম এবং জাহেলী আরবের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিই এমনটি বলতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বাজনার নাম তো জাহেলী যুগের কাব্যেও পাওয়া যায়।'[১১৯]

সম্প্রতি জার্মানির একটি গুহায় পাখির হাড়ের তৈরি একটি বাঁশি খুঁজে পাওয়া গেছে, যার বয়স প্রায় ৩৫ হাজার বছর। এ পর্যন্ত যেসব সঙ্গীতযন্ত্র পাওয়া গেছে তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে পুরনো। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই তথ্য দিয়েছেন। নতুন এই আবিষ্কার এটাই নিশ্চিত করেছে যে, ইউরোপে আদি– আধুনিক মানুষ জটিল এবং

---

১১৭. এডওয়ার্ড হ্যানসলিক : দ্য বিউটিফুল ইন মিউজিক (বাংলা অনুবাদ– সংগীতে সুন্দর, অনুবাদক– ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

১১৮. এডওয়ার্ড হ্যানসলিক : দ্য বিউটিফুল ইন মিউজিক (বাংলা অনুবাদ– সংগীতে সুন্দর, অনুবাদক– ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৯৭।

১১৯. সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী : রাসায়েল মাসায়েল (ঢাকা, মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৮৯ খ্রি.) খ-১, পৃ-১৫০-১৫১।

www.bjilibrary.com

উদ্ভাবনী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। টিউবিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিকোলাস কনার্ডের নেতৃত্বাধীন একটি দল দক্ষিণ জার্মানির হোল ফেলস গুহায় শকুনের হাড়ের তৈরি ওই বাঁশির সন্ধান পান। ১২ টুকরায় বিভক্ত হয়ে যাওয়া ওই বাঁশি জোড়া দেয়ার পর দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২২ সেন্টিমিটার। এতে রয়েছে ৫টি গর্ত, যেখানে আঙুল নাড়িয়ে সুর তোলা হয়। এক প্রান্তে রয়েছে খাঁজ কাটা। কনার্ড বলেছেন, বাঁশিটির বয়স ৩৫ হাজার বছর। এটিই বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্ট। বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িক নেচারে এ বিষয়ক বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে। অন্য প্রত্নতাত্ত্বিকরাও কনার্ডের সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

নোয়েল মনে করেন, জার্মানির গুহায় পাওয়া বাঁশি আদিকালের আধুনিক মানুষ কিংবা থিয়ানডারথালরা তৈরি করে থাকতে পারে। তবে এটা স্পষ্ট যে, ৩৫ হাজার বছর আগেও ইউরোপে সঙ্গীত সংস্কৃতির চর্চা ছিল।[১২০]

পাশ্চাত্যের সংগীত রসিক পণ্ডিতগণ পর্যন্ত একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তারা বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র যে রূপ ও সুর পেয়েছেন তা পুরোপুরি আরবদের কাছ থেকেই নেয়া। এইচ, জি, ফার্মার বলেছেন–

'আরবীতে বাদ্যযন্ত্রের নাম অসংখ্য এবং এখানে তার এক দশমাংশ নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। আরবরা বাদ্যযন্ত্র তৈরীকে ললিত কলায় উন্নীত করেন। বাদ্যযন্ত্র তৈরি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং সেভিলের ন্যায় কতিপয় শহর বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে খ্যাতি অর্জন করে। শুধু বীণা-ই বিভিন্ন শ্রেণীর ও আকারের ছিলো। প্রাক-ইসলাম যুগের বীণা (মিযহার) ছিলো চামড়ার পেটওয়ালা। তাদের ক্লাসিক্যাল বীণা ('উদ কাদীম) অনেকটা আধুনিক ম্যান্ডেলিনের মতো ছিলো। এছাড়া এ জাতীয় বৃহত্তর আকারের বাদ্যযন্ত্রকে বলা হতো পূর্ণাঙ্গ বীণা ('উদ কামিল)। তাদের 'শাহরূদ' ছিলো আধুনিক আর্কলিউট। এছাড়া আমরা বেশ কয়েকটি বড়ো আকারের বাদ্যযন্ত্রের ছবি দেখতে পাই। তাদের প্যান্ডোর শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বৃহদাকারের 'তানবুর তার্কি' থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র আকারের 'তানবুর বিগিলামা' পর্যন্ত বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র ছিলো। এছাড়া ছিলো 'মুরাব্বা' নামে পরিচিত গীটার। এটা ছিলো চেপ্টা বক্ষযুক্ত আয়তাকার বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তী কালে এটি 'কিতারা' নামে পরিচিত হয়। আমাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাদের বক্রাকারের বাদ্যযন্ত্র। প্রথমে এগুলি

---

১২০. দৈনিক আমার দেশ : ১৪ জুলাই ২০০৯ খ্রি.।

www.bjilibrary.com

তাদের শ্রেণীগত 'রাবাব' নামে পরিচিত ছিলো। এগুলিও বড়ো ছোট এবং বিভিন্ন আকারের দেখা যায়। এর মধ্যে 'কামানজা' ও 'গিশাক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খোলা তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো হার্প (জাঙ্ক, সান্জ), সল্টারী (কানুন, নুযহা) এবং ডালসিমার (সিন্তির)।

কাঠের বায়ুচালিত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ছিলো নানা আকারের বাঁশী। প্রায় তিন ফুট লম্বা 'নাইবাম' থেকে শুরু করে এক ফুট ও তার চেয়ে কম লম্বা 'শাব্বাব' এবং 'জুয়াক'। আর একটি বাঁশীর নাম ছিলো 'সাফফারা'। নলের বাঁশীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো 'যামর', 'সারনাই', 'যুলামী' ও 'গাইতা'। এই জাতীয় 'বাক্' ছিলো ধাতুর তৈরী।

তাম্বুরা বা খঞ্জরী জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে সাধারণত 'দফ' বলা হতো। এটি বিশেষভাবে বর্গাকৃতির ছিলো। গোলাকার বাদ্যযন্ত্রগুলি আকার ও নির্মাণ কৌশল অনুযায়ী 'তার', 'দাইয়া' ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলো। ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিও 'তবল', 'নাক্কারা', 'কাস'আ', ইত্যাদি বহু ধরনের ছিলো। 'করতাল'-এর নাম ছিলো 'কাঁসা'। থালা আকৃতির চেপ্টা ছোট 'করতাল'কে 'সিন্জ্' বলা হতো।

আরবদের মধ্যে বায়ু চালিত অর্গ্যান (অর্গানাম) এবং পানি চালিত অর্গান (হাইড্রলিস) উভয়টিই প্রচলিত ছিলো। এছাড়া তাদের মধ্যে সম্ভবত অর্গা নিষ্টামও (দুলাব) প্রচলিত ছিলো। শেষোক্তটি মধ্যযুগীয় ইউরোপে সুপরিচিত ছিলো এবং দেখতে অনেকটা আধুনিক হার্ডিগার্ডির মতো ছিলো। এ জাতীয় আরেকটি বাদ্যযন্ত্র ছিলো এশাকোয়েল (আল শাকিরা)।[১২১]

দাসীদের গান বাজনা

হাদীসে গান বাজনা সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে তা শুধু মুসলিম (স্বাধীন) নরনারীর বেলায়-ই প্রযোজ্য নয় বরং দাসীরাও এর আওতাভুক্ত। মুসলিম কোনো দাসীও গান বাজনার সাথে জড়িত হতে পারবে না। এমনকি যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম দাসী দিয়ে গান গাওয়ায় তাও জায়েয নয়। এরূপ দাস দাসীর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

১. لا يحل بيع المغنيات و لاشراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل اثمانهن حرام —

---

১২১. স্যার টমাস আর্নল্ড : দি লেগ্যাসি অব ইসলাম (অনুবাদ- নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, ইফাবা, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

www.bjilibrary.com

১. 'গায়িকাদের কেনা বেচা ও তাদের (দিয়ে) ব্যবসা করা হালাল নয় এবং তাদের উপার্জন খাওয়া হারাম।'

অন্য একটি হাদীসে আবু উমামা (রা) থেকে নিম্নোক্ত শব্দাবলীর হাদীস বর্ণিত হয়েছে–

٢. لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام —

২. দাসীদের গান বাজনা শিক্ষা দেয়া ও তাদের ক্রয়-বিক্রয় হালাল নয় এবং তাদের উপার্জন হারাম।'[১১৮]

٣. عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاتبيعوا القينات ولا تشتروهن — ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن — وثمنهن حرام — في مثل هذا أنزلت هذه الاية — "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ" — إلى اخر الاية —

৩. আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তাদেরকে গান শিক্ষা দেবে না। এদের ব্যবসায় কোনো কল্যাণ নেই। এদের মূল্য হারাম। এদের মত লোক সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ —

'মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য মনোমুগ্ধকর কথা খরিদ করে আনে....।'[১১৯]

আবু ঈসা আত্ তিরমিযী বলেন– আবু উমামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি আমরা একটি সূত্রেই জানতে পেরেছি। এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আলী ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে অনেক মুহাদ্দিস সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে দুর্বল (জঈফ) বর্ণনাকারী বলেছেন। ইনি হচ্ছেন সিরিয়াবাসী।

---

১১৮. আহমাদ ইবনু হাম্বল- আল মুসনাদ (বৈরুত, আবি), খ-২, পৃ-১২৫।

১১৯. আবু ঈসা আত তিরমিযি : সুনান আত তিরমিযি (ইফাবা, ঢাকা-১৯৯৫ খ্রি.), খ-৩, পৃ. ৫৫৮ (হাদীস-১২৮৫)।

www.bjilibrary.com

আত্ তাবারানী উমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন– .

٤. ثمن القينة سحت وغناؤها حرام —

৪. 'গায়িকার পারিশ্রমিক– উপার্জন অবৈধ আর তার গান হারাম।'[১২০]

-এ হাদীসটি হাসান পর্যায়ের এবং মারফু সূত্রে বর্ণিত।[১২০ক]

٥. عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وبيعهن والتجارة فيهن قال : كسبهن حرام —

৫. আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়িকার গান ও বিলাপকারিণীর বিলাপকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আরও নিষিদ্ধ করেছেন তাদের ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা। বলেছেন, 'তাদের উপার্জন হারাম'।[১২১]

একই উদ্দেশ্যে কেউ যদি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এবং তা রেখে মারা যায়– তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

من مات وله قينة فلا تصلوا عليه —

'যে ব্যক্তি গায়িকা রেখে মারা যাবে, তার জানাযা নামায তোমরা পড়বে না।'[১২২]

-এ হাদীসটির সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) দুর্বল।[১২২ক]

বিয়ে ও বিশেষ অনুষ্ঠানে গান

এতক্ষণ যা বলা হলো তা হচ্ছে অশ্লীল, অশালীন, শির্কযুক্ত কথাবার্তার গান এবং সেই সাথে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কিত। এবার রইলো বিয়ে ও বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহে গান বাজনার অনুমোদন সংক্রান্ত কিছু হাদীস। এ সম্পর্কে কুতুবুস সিত্তায় যেভাবে শিরোনাম করা হয়েছে তা নিম্নরূপ–

---

১২০. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২০৮। তাবারানী। ইমাম শাওকানী : নাইলুল আওতার, খ-৮, পৃ. ১০০।

১২০ক. প্রাগুক্ত।

১২১. আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী : কানযুল উম্মাল (বৈরূত, তা.বি), খ-৭, পৃ. ৩৩৪।

১২২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (করাচী, তা.বি) খ-৩, পৃ. ২০৮। মুসতাদরাক আল হাকিম।

১২২ক. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

সহীহ্ আল বুখারীতে শিরোনাম করা হয়েছে 'বিয়ের অনুষ্ঠান ও বিবাহ ভোজে দফ[১২৩] বাজানো (ضَرْبُ الدَّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيْمَةِ)।'

জামে আত্ তিরমিযিতে শিরোনাম করা হয়েছে 'বিয়ের ঘোষণা।'

(مَا جَاءَ فِي إِعْلاَنِ النِّكَاحِ) —

সুনানু আবী দাউদে শিরোনাম করা হয়েছে–

'গান বাজনা সম্পর্কে' (فِي الْغِنَاءِ)

সুনানু ইবনু মাজাহতে শিরোনাম করা হয়েছে 'বিয়ের ঘোষণা' (إِعْلاَنِ النِكَاحِ) এবং 'গান গাওয়া ও দফ বাজানো' (اَلْغِنَاءِ وَالدَّفِّ) এবং সুনানু আন নাসাঈতে শিরোনাম করা হয়েছে 'বিয়ের গান ও আমোদফূর্তি করা'

(اَللَّهْوَ وَالْغِنَاءُ عِنْدَ الْعُرُسِ)

মোট হাদীস সংখ্যা, আল বুখারী বর্ণিত ১টি, আত্ তিরমিযী বর্ণিত ৩টি, আবু দাউদ বর্ণিত ৩টি, ইবনু মাজাহ বর্ণিত ৭টি এবং আন্ নাসাঈ বর্ণিত ১টি। তার মধ্যে একটি হাদীস ইমাম আল বুখারী, ইমাম আত্ তিরমিযী, ইমাম ইবনু মাজাহ এবং ইমাম আবু দাউদ একইভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হচ্ছে–

١. خالد بن ذكوان، قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء — جاء النبى صلى الله عليه وسلم فدخل على ضبيحة بنى بى فجلس على فراشى كمجلسك منى، فجعلت جويرات يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من أبائى يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن و فينا نبي يعلم ما فى غد — فقال دعي هذه و قولي الذى كنت تقولين —

১২৩. দফ বলা হয় কাঠ বা স্টীলের গোলাকার ফ্রেমের একদিক চামড়া দিয়ে আটকানো ও অপরদিক খোলা এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। যা এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে আঘাত করে বাজানো হয়। তাম্বুরা, খঞ্জরী। ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে– flutter, flicker, flail, tambourine ইত্যাদি। (বিস্তারিত ১০ নম্বর টীকা দ্র.)।

www.bjilibrary.com

১. খালিদ ইবনু যাকওয়ান (রহ) থেকে বর্ণিত। রুবাই বিনতু মুআব্বিয ইবনু আফরা (রা) বলেছেন, আমার বাসর রাতের পরদিন (সকালে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এলেন এবং আমার বিছানার ওপর বসলেন যেভাবে তুমি (অর্থাৎ খালিদ ইবনু যাকওয়ান) আমার কাছে বসে আছো। সে সময় আমাদের শিশু কিশোরীরা দফ বাজাচ্ছিলো এবং বদরের যুদ্ধে আমাদের যেসব পূর্ব পুরুষ শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের শোকগাথা গাইছিলো। এমন সময় এক কিশোরী বলে ওঠলো, আমাদের মাঝে একজন নবী আছেন যিনি আগামী কালের কথাও জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, একথা ছেড়ে দাও, আগে যা বলছিলে তাই বলো।[১২৪]

আবু ইসা তিরমিযি বলেন, এই হাদীসটি 'হাসান-সাহীহ্'। নাসীরুদ্দীন আল বানীও একে সাহীহ্ বলেছেন।

٢. عن محمد بن حاطب الجمحى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت ــ

২. মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব আল জুমাহী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'হারাম (ব্যভিচার) ও হালাল (বিয়ে) এর মধ্যে পার্থক্য হলো ঘোষণা ও দফ বাজানো।'[১২৫]

আবু ঈসা আত্ তিরমিযী বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব (রা) বর্ণিত হাদীসটি হাসান। মুহাম্মাদ ইবনু হাতিব (রা) নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেছেন, তখন তিনি ছোট ছিলেন।

٣. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف ــ

৩. আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

১২৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী : আস সহীহ আল বুখারী (ইফাবা, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি.) খ-৮, পৃ.৪৩৬ হাদীস- ৪৭৭৪। আবু ঈসা আত তিরমিযি : আস সুনান আত তিরমিযি (ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.) খ-৩, পৃ. ৩৭৩ হাদীস-১০৯০ ।

১২৫. আবু ঈসা আত তিরমিযি : সুনান আত তিরমিযি (ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.) খ-৩, পৃ. ৩৭২ (হাদীস-১০৮৮)।

www.bjilibrary.com

বলেছেন, 'তোমরা বিয়ের ঘোষণা দেবে এবং তা মাসজিদে সম্পন্ন করবে। আর এ উপলক্ষে দফ বাজাবে।'[১২৬]

আবু ঈসা আত্ তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গারীব। বর্ণনাকারী ঈসা ইবনু মাইমুন আনসারী দুর্বল বর্ণনাকারী। আর যে ঈসা ইবনু মাইমুন তাফসীর বিষয়ে ইবনু আবী নাজীহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য।

সুনানু আন্ নাসাঈতে বলা হয়েছে-

٤.عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب و أبي مسعود الأنصارى فى عرس و إذا جوار يغنين فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم ــ فقالا اجلس إن شئت فاسمع معنا و إن شئت اذهب قد رخص لنا فى اللهو عند العرس ــ

৪. আমির ইবনু সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কুরাযা ইবনু কা'ব এবং আবু মাসউদ (রা)-এর কাছে গিয়েছিলাম, তারা তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন। যখন (সেই অনুষ্ঠানে) বালিকারা গান শুরু করলো, বললাম, আপনারা দুজনই তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী। আপনাদের সামনে এমন হচ্ছে! তারা দুজন বললেন, মনে চাইলে বসে আমাদের সাথে শোনো আর না চাইলে চলে যাও। আমাদেরকে বিয়েতে আমোদ ফূর্তি করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।'[১২৭]

সুনানু ইবনু মাজাহ্ বর্ণিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ-

٥. عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن نحن جوار من بنى النجار ياحبذا محمد من جار ــ فقال النبى صلى الله عليه وسلم "الله يعلم إنى لأحبكن"ــ

৫. আনাস ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

---

১২৬. প্রাগুক্ত, (হাদীস-১০৮৯)।
১২৭. আবু আবদুর রহমান আহমাদ ইবনু শু'আইব আন নাসাঈ : আস সুনান (ইফাবা, ঢাকা, ২০০৩ খ্রি.), খ-৩, পৃ. ৫৩৪ (হাদীস- ৩৩৮৬)।

www.bjilibrary.com

একদিন মদীনার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, কয়েকজন কিশোরী দফ বাজিয়ে গান করছে। বলছে, আমরা বানু নাজ্জারের কিশোরী, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কত উত্তম প্রতিবেশী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ জানেন আমি তোমাদেরকে কত ভালোবাসি।'[১২৮]

এ হাদীসটি নাসীরুদ্দীন আলবানী সাহীহ্ বলেছেন এবং তাঁর সাহীহ্ ইবনু মাজাহ্-এ উল্লেখ করেছেন।[১২৮ক]

٦. عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أهديتم الفتاة" قالوا نعم — قال "أ أرسلتم معها من يغني قالت لا — فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم —

৬. ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা) তাঁর এক আত্মীয়াকে এক আনসারীর কাছে বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, মেয়েটিকে তোমরা কি (স্বামীর বাড়ি) পাঠিয়ে দিয়েছো? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছো কি যে গান গায়? আয়িশা (রা) বললেন, না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আনসাররা গানের ভক্ত। তাই তোমরা যদি তার সাথে এমন কাউকে পাঠাতে, যে গিয়ে বলতো– আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আল্লাহ দীর্ঘজীবী করুন আমাদেরকে এবং দীর্ঘজীবী করুন তোমাদেরকে।'[১২৯]

এ হাদীসটি আল্লামা আল বানী তাঁর সাহীহ্ ইবনু মাজাহ্-এ উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সাহীহ্ তবে غزل (গাযল) শব্দটি পরিত্যাজ্য (منكر)।[১২৯ক]

---

১২৮. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ : আস সুনান ইবনু মাজাহ্ (ইফাবা, ঢাকা, ২০০১ খ্রি.), খ-২, পৃ. ১৮২, (হাদীস-১৮৯৯)।

১২৮.ক নাসীরুদ্দীন আল বানী-সাহীহ্ ইবনু মাজাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৬, হাদীস-১৫৫৩।

১২৯. আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ : আস সুনান ইবনু মাজাহ্ (ইফাবা, ঢাকা, ২০০১ খ্রি.), খ-২, পৃ. ১৮২-১৮৩ (হাদীস-১৯০০)। আহমাদ ইবনু হাম্বল : আল মুসনাদ (বৈরুত, তা. বি), খ-৩, পৃ. ৩৯১।

১২৯.ক. নাসীরুদ্দীন আল বানী-সাহীহ্ ইবনু মাজাহ্ (মাকতাবাতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, ১৯৯৭ খ্রি.) ২য় খণ্ড, পৃ-১৩৬, হাদীস-১৫৫৪।

www.bjilibrary.com

٧. عن عائشة قالت دخل عليّ أبو بكر و عندى جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار فى يوم بعاث ـــ قالت و ليستا بمغنيتين ـــ فقال أبو بكر أبمزمور الشيطان فى بيت النبى و ذلك فى يوم عيد الفطر فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا و هذا عيدنا ـــ

৭. আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আবু বাকর (রা) আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে দু'জন আনসার বালিকা ছিলো। তারা বুয়াছ যুদ্ধে আনসারদের মুখে উচ্চারিত কবিতাগুলো গানের সুরে গাইছিলো। এরা মূলত গায়িকা ছিলো না। আবু বাকর (রা) বললেন, শয়তানের বাঁশী নবীর ঘরে? ঘটনাটি ছিলো ঈদুল ফিতরের দিনের। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে আবু বাকর, প্রত্যেক জাতিরই একটি ঈদ (খুশির দিন) রয়েছে। আর এটা আমাদের ঈদ (খুশির দিন)।[১৩০]

শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন এবং তাঁর সহীহ্ ইবনু মাজাহ্-এ উল্লেখ করেছেন।[১৩৯ক]

٨. عن عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله سالـــما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ـــ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت فاضربى و إلا فلا ـــ فجعلت تضرب فدخل أبو بكر و هى تضرب ثم دخل على و هى تضرب ثم دخل عثمان و هى تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها ثم قعدت عليه ـــ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

১৩০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : সাহীহ্ মুসলিম (বি.আই.সি, ঢাকা, ২০০০ খ্রি.) খ-৩, পৃ. ২৪০ (হাদীস-১৯৩৮)। আবু আবদুল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ : সুনান ইবনু মাজাহ্ (ইফাবা, ঢাকা, ২০০১ খ্রি.), খ-২, পৃ. ১৮২ (হাদীস-১৮৯৮)।

১৩০.ক ১২৯.ক টীকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسا و هي تضرب فدخل أبو بكر و هي تضرب ثم دخل علي و هي تضرب ثم دخل عثمان و هي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف —

৮. আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বুরাইদা (রা) কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এক অভিযানে বের হলেন। ফিরে এলে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসী তার কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মানত করেছিলাম আল্লাহ যদি আপনাকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে আনেন তবে আমি আপনার সামনে দফ বাজাবো এবং গান করবো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন, যদি মানত করে থাকো তাহলে দফ বাজাও নইলে বাজাবে না।'

দাসীটি দফ বাজাতে শুরু করলো। আবু বাকর (রা) এলেন তখনও সে বাজাতে লাগলো। এরপর আলী (রা) এলেন, কিন্তু সে তা বাজাতে থাকলো। উসমান (রা) এলেন তবু সে তা বাজাতে থাকলো। অতপর উমার (রা) সেখানে এলেন। দাসীটি তখন তার দফটি নিতম্বের নিচে রেখে তার ওপর বসে পড়লো। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন বললেন, হে উমার, শয়তান তোমাকে ভীষণ ভয় পায়। আমি বসা ছিলাম আর সে এটি বাজাচ্ছিলো। আবু বাকর এলো তখনও বাজাচ্ছিলো। আলী এলো তখনও বাজাচ্ছিালো, উসমান এলো তবু সে বাজাচ্ছিলো। কিন্তু হে উমার, তুমি এলে আর সে দফটি ফেলে দিলো।[১৩১]

ইমাম আত্ তিরমিযী এটিকে গারীব[১৩২] বলেছেন।

উপরিউক্ত হাদীসসমূহ থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি।

---

১৩১. ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযি : সুনান আত তিরমিযি (ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৭ খ্রি.), খ-৬, পৃ. ২৮২ (হাদীস-৩৬৯০)।

১৩২. গারীব (غريب) শব্দটি (فعيل) এর ওযনে اسم فاعل مبالغة এর সীগাহ। আক্ষরিক অর্থ– বিরল, দুষ্প্রাপ্য, আগন্তুক ইত্যাদি।
আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী (রহ)-এর মতে শব্দটির পারিভাষিক অর্থ–
هو ما تفرد بروايته شخص واحد في اي موضع وقع التفرد به من السند ـ
'যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা যে কোনো স্তরে মাত্র একজন, তাকে গারীব হাদীস বলে।
হুকুম : গারীব হাদীস যদি সহীহ হয় এবং অন্য কোনো সাহীহ্ হাদীসের পরিপন্থী না হলে তার ওপর আমল করতে হবে।– মুফতী আমীমুল ইহ্সান; মীযানুল আখবার (ঢাকা, আল বারাকাহ লাইব্রেরী, তাবি), পৃ- ২৬-২৭।

www.bjilibrary.com

১. দফ বা একমুখ খোলা ঢোল যাকে প্রচলিত ভাষায় খঞ্জরী বলা হয়, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে তা ব্যবহার করা যাবে। স্বয়ং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ই এটি অনুমোদন করেছেন।

২. হাদীসের বর্ণনা হতে আরও বুঝা যায় প্রাপ্ত বয়স্ক কোনো মুসলিম পুরুষ কিংবা মহিলা নিজেরা গান করেননি এবং বাদ্যযন্ত্রও নিজেরা বাজাননি। গান করেছে বালিকা, কিশোরী কিংবা দাসীরা। অন্যরা শুধু শ্রোতা ছিলেন। হাদীসে যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে–

جَارِيَتَانِ — جَارِيَةٌ، جُوَيْرَاتٌ، جَوَارٍ ইত্যাদি। এ শব্দগুলো একই অর্থবোধক। পার্থক্য শুধু এই যে, কোথাও এক বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার কোথাও বহু বচনের শব্দ। এক বচনের মূল শব্দটি হচ্ছে– جَارِيَةٌ অর্থ-বালিকা, কিশোরী, দাসী, বাঁদী ইত্যাদি।

৩. বিয়েটা গোপনীয় বিষয় নয়। সামাজিক ও প্রকাশ্য বিষয়। তাই ধুমধাম করে কিংবা সমাজের লোকদের নিয়ে আমোদ ফূর্তি করে এর ব্যবস্থা করা উচিত।

৪. বিয়েতে দফ (খঞ্জরী) ব্যবহারের অনুমতি আনন্দ ফূর্তির সর্বোচ্চ মাত্রাকে নির্দিষ্ট করেছে।

৫. যতটুকু আনন্দ ফূর্তি করার অনুমতি ইসলাম দিয়েছে তা শুধু বিয়ে এবং ঈদের দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

৬. ১, ৫ ও ৭ নম্বর হাদীস থেকে বুঝা যায় সেসব কিশোরী বা বালিকা পেশাদার গায়িকা ছিলো না। যুদ্ধের বীরত্ব গাথাকে ছড়া গানের মতো করে গাইছিলো।

৭. ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস থেকে জানা যায়– আনসারগণ গান পছন্দ করতেন কিন্তু তারা নিজেরা গাইতেন না। পেশাদার গায়ক গায়িকা দিয়ে অনুষ্ঠানে গাওয়াতেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তারা বালিকা বা কিশোরীদের দিয়েও গান গাওয়াতেন।

৬ নম্বর হাদীস থেকে আরও জানা যায় মুহাজিরদের মধ্যে গানের প্রচলন ছিলোনা বলে আয়িশা (রা) কনের সাথে গায়িকা পাঠানোর প্রয়োজনও অনুভব করেননি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনসাদের অভ্যাসের কথা বিবেচনা করে এবং জায়েযের সীমা বুঝানোর জন্য গায়িকা

www.bjilibrary.com

পাঠানোর কথা বলেছেন।

৮. ৭ নম্বর হাদীসে তো পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে যেসব কিশোরী গান গাইছিলো তারা কেউই পেশাদার গায়িকা ছিলো না।

৯. ৮ নম্বর হাদীসটি এক কৃষ্ণাঙ্গ দাসীর নবী প্রেমের পরিচায়ক। দাসী ইসলামের শিক্ষা পুরোপুরি পায়নি তাই একজন মানুষের কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে কী করতে হবে তা সে বুঝে ওঠতে পারেনি। তার মনে হয়েছে তিনি সুস্থভাবে ফিরে এলে দফ বাজিয়ে গান করার কথা মানত করলেই বুঝি তিনি সুস্থভাবে ফিরে আসবেন, হাদীসে সেই আবেগের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে কথা জানালে তিনি মানতের ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিয়ে সেই দাসীর আবেগ ও ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিতে গিয়েই তাকে দফ বাজানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। এবং তিনি দাসীকে স্পষ্ট বলেও দিয়েছিলেন– 'যদি মানত করে থাকো তাহলে দফ বাজাও নইলে বাজাবে না।'

১০. একমাত্র দফ (খঞ্জরী) ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হাদীসে ইতিবাচকভাবে (Positively) আসেনি। এসেছে নেতিবাচকভাবে। কেউ কেউ হাদীসের মান নিয়েও প্রশ্ন করেছেন, যেমন বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত সহীহ্ আল বুখারীর একটি হাদীস ইমাম ইবনু হাযম (রহ) সনদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) থাকার সন্দেহে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছেন অথচ সেই একই হাদীস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহ) মুত্তাসিল (অবিচ্ছিন্ন সনদ বিশিষ্ট) এবং সহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন।[১৩৩]

কিছু হাদীসের মান তেমন শক্তিশালী যদি নাও হয় তবু সেসব হাদীসে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। হাদীসের বক্তব্য যতক্ষণ আলকুরআন ও অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের বক্তব্যের পরিপন্থী না হবে ততক্ষণ সনদের দুর্বলতার দোহাই দিয়ে তার ওপর আমল না করা তাকওয়ার পরিপন্থী।

১১. কিয়ামাতের আগে যেসব অনাচার ও পাপাচার বৃদ্ধি পাবে বলে হাদীসে আভাস দেয়া হয়েছে গান বাজনার আধিক্য সেগুলোর অন্যতম। হাদীসের

---

১৩৩. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ : মতবিরোধ পূর্ব বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় (অনুবাদক আবদুস শহীদ নাসিম, বি.আই.সি, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রি.) পৃ. ৬৩।

www.bjilibrary.com

মান নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের ভেবে দেখা উচিত হাদীসে উল্লেখিত আলামতগুলো সত্য হিসেবে আমাদের সামনে প্রকাশ হচ্ছে কিনা? আমরা হয়তো কেউ একথা বলার সাহস পাবো না যে, না হাদীসে বর্ণিত আলামতগুলো প্রকাশিত হচ্ছে না। যদি আমরা মনে করি হাদীসের কথাগুলো একে একে প্রকাশিত হচ্ছে তাহলে হাদীস গ্রহণে আমাদের হীনমন্যতা কেন?

১২. অন্যান্য গ্রন্থেও যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে বাদ্যযন্ত্রের ধরনের কথা পর্যন্ত বলে দেয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পাই এ পর্যন্ত যত প্রকার বাজনার প্রচলন হয়েছে তা তিন প্রকারের কোনো না কোনো এক প্রকারের। হয় তা হাত দিয়ে বাজানো হয়, যেমন, গীটার, তানপুরা, সেতার, বেহালা, কী বোর্ড ইত্যাদি, কিংবা তা মুখ দিয়ে বাজানো হয়, যেমন– বিভিন্ন প্রকার বাঁশী, অথবা তা আঘাত করে বাজানো হয় যেমন– ঢোল, তবলা, ডুগি, মন্দিরা, ড্রাম (বড়ো আকৃতির ঢোল) ইত্যাদি। আরও বলা হয়েছে এসব ইনস্ট্রুমেন্ট নিশ্চিহ্ন করা এবং এর ব্যাপকতা প্রতিরোধ করাও রাসূলের অন্যতম শিক্ষা। এসব জিনিস রহমত ও কল্যাণের পরিপন্থী। এসব জিনিসের ব্যবহার, বেচাকেনা, শিক্ষা এবং চর্চাও অনৈসলামিক তথা জাহেলী যুগের কাজ।

ভালো কবিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনোভাব

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

ان من الشعر حكمة —

'অবশ্যই কোনো কোনো কবিতায় জ্ঞানের কথাও আছে।'[১৩৪]

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে–

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام —

১৩৪. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল বুখারী : আদাবুল মুফরাদ (ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৩০৪

www.bjilibrary.com

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন- 'কবিতা কথার মতো। ভালো কবিতা ভালো কথার মতো আর মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতো।'[১৩৫]

আয়িশা (রা) বলেছেন-

الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن و دع القبيح —

'কবিতার মধ্যে কতক ভালো এবং কতক মন্দ। তুমি ভালোটি গ্রহণ কর এবং মন্দটি পরিহার কর।'[১৩৬]

জাবির ইবনু সামুরা (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে একশটিরও অধিক অনুষ্ঠানে বসেছি। অনুষ্ঠানে তাঁর সাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন। তাঁরা জাহেলী যুগের কোনো কোনো বিষয় নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং ঠাট্টা করতেন আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন চুপ করে থাকতেন আবার কখনও হাসিতে যোগ দিতেন এবং মুচকি হাসতেন।[১৩৭]

ইসলামী যুগে যেসব কবি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন-

১. কা'ব ইবনু যুহাইর (রা)।
২. হাস্সান ইবনু সাবিত (রা)।
৩. আব্দুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহা (রা)।
৪. হুতাইয়া (রা)। (প্রকৃত নাম আবুল মালিকা জারোয়াল ইবনু আওস আব্সী)।
৫. মহিলা কবি খানসা (রা)।
৬. লাবীদ ইবনু রবী'আ (রা)। (জাহেলী যুগের কবি, ইসলাম গ্রহণের পর কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন)।
৭. আলী ইবনু আবী তালিব (রা)।
৮. উছমান ইবনু মাযউন (রা), প্রমুখ।

ভালো কবিতা চর্চার উৎসাহ

ভালো কবিতা চর্চার জন্য সাহাবা কিরাম উৎসাহ দিতেন। উমার (রা) বলেছেন-

---

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫।
১৩৬. প্রাগুক্ত।
১৩৭. আত্ তিরমিযি : আল জামি (দিল্লী, তা.বি) খ-২ পৃ. ১০৮।

www.bjilibrary.com

افضل صناعات الرجل الابيات من الشعر فيقدمها فى حاجته

'মানুষের উত্তম শিল্প ও সৃষ্টি হলো কবিতা, যা সে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে।'[১৩৮]

উমার (রা) আবু মূসা আল আশআরী (রা) কে লিখেছিলেন–

مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على معالى الاخلاق و صواب الرأى ومعرفة الانساب —

'তোমার বন্ধু বান্ধব ও সাথীদের কবিতা শেখার নির্দেশ দাও। কারণ এটা উন্নত চরিত্র, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ লতিকা সংক্রান্ত জ্ঞানের পরিচায়ক।'[১৩৯]

শিশুদেরকে কবিতা শেখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

علموا اولادكم العوم والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وورده‍م ما يجمل من الشعر —

'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার এবং তীর চালনা শেখাও। আর তাদেরকে নির্দেশ দাও তারা যেন ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর তাদেরকে সুন্দর ও ভালো কবিতা শেখাও।'[১৪০]

'উমার (রা)-এর শাসনামলে তিনি তাঁর গভর্ণরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ইসলামী যুগের রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে পাঠাতে।'[১৪১]

আলী (রা) বলেছেন–

الشعر ميزان القوم او ميزان القول —

'কবিতা হচ্ছে একটি জাতির (সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা পরিমাপের) মানদণ্ড কিংবা বলেছেন তার কথার মানদণ্ড।'[১৪২]

---

১৩৮. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহ্ : আল ইকদুল ফারীদ (মিশর, ১৩৫৩/১৯৫৩) খণ্ড-৩, পৃ. ৩৯০।
১৩৯. ইবনু রাশীক : আল উমদা, খণ্ড-১, পৃ. ১০।
১৪০. জাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী : হুসনুস সাহাবা (মিশর ১৩২৫ হি.) খণ্ড-১, পৃ. ১০।
১৪১. ইবনু 'আব্দ রাব্বিহ্ : আল ইকদুল ফারীদ (মিশর, ১৯৫৩) খণ্ড-১, পৃ. ৩৯০।
১৪২. ইবনু রাশীক : আল উমদা, (মিশর, তা.বি), খ-১, পৃ-১০।

www.bjilibrary.com

'সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহ) বলেছেন– 'আবু বাকর (রা), উমার (রা) ও আলী (রা) তিনজনই কবি ছিলেন। তবে এ তিনজনের মধ্যে আলী (রা) ছিলেন শ্রেষ্ঠ কবি।'[১৪৩]

মু'আবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান (রা) বলেছেন–

يجب على الرجل تأديب ولده والشعر أعلى مراتب الأدب وقال اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأ بكم فلقد رأيتني ليلة الهرير بصفين وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملني على الأقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة ــ

'মানুষের উচিত তাদের সন্তানদেরকে সাহিত্যানুরাগী করে গড়ে তোলা। সাহিত্যের সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের বিষয় হলো কবিতা। তোমরা কবিতাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্থান দাও এবং তা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত কর। কারণ সিফফীনের যুদ্ধের সময় 'লাইলাতুল হারীরে' প্রচণ্ড বিপদের কারণে পালাতে উদ্যত হওয়ায় আমার নিকট যখন সুদর্শন ও শক্তিশালী ঘোড়া আনা হলো, তখন আমর ইবনুল ইত্‌নাবার কবিতাগুলো আমাকে যুদ্ধের ময়দানে অটল থাকতে প্রেরণা যোগাল।'[১৪৪]

আল কুরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেছেন–

إذا قرأتم شيئا من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار العرب فإن الشعر ديوان العرب ــ

'যখন তোমরা আল্লাহর কিতাবের কোনো অংশ পাঠ কর, তখন যদি তার অর্থ বুঝতে না পার তাহলে আরবদের কবিতার মধ্যে অনুসন্ধান কর। কারণ কবিতা হচ্ছে আরবদের জীবনালেখ্য।'[১৪৫]

---

১৪৩. ইবনু 'আব্‌দ রাব্বিহ্ : আল ইকদুল ফারীদ (মিশর, ১৯৫৩) খণ্ড-১, পৃ. ৩৯৬।
১৪৪. ইবনু রাশীক : আল উমদা, খণ্ড-১, পৃ. ১০। ইবনু কাছীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (বৈরুত, ১৯৬৮ইং) খ-৭, পৃ. ২৬৫-২৬৬।
১৪৫. প্রাগুক্ত, জাবী যাদাহ্ আলী ফাহমী : হুসনুস সাহাবা (মিশর, ১৩২৪ হি) খ-১, পৃ.১৫।

www.bjilibrary.com

আর তাঁকে কুরআনুল কারীমের কোনো অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কবিতা আবৃত্তি করে তার উত্তর দিতেন।'[১৪৬]

সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই কবি ছিলেন। যারা নিজেরা কবিতা রচনা করতেন না তাঁরাও অন্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

আলকুরআন কবিদের নিন্দা করেছে কেন

আলকুরআনে কবিদের নিন্দা জানিয়ে বলা হয়েছে–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ — اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيْمُوْنَ — وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ —

"আর যারা বিভ্রান্ত তারাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখো না, ওরা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা যা করে না তা-ই বলে।[১৪৭]

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ —

'আমি তাকে (রাসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়।'[১৪৮]

এজন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া কবিতা আবৃত্তি করেননি।

রাগিব আল ইসফাহানী বলেন, কুরআনুল কারীমে কবি ও কবিতাকে মন্দ বলার কারণ হচ্ছে–

ولكون الشعر مقر الكذب — قيل أحسن الشعر أكذبه —

যেহেতু কবিতা মিথ্যার ঘাটি (বেসাতি)। তাই বলা হয়– 'মিথ্যা কবিতাই সুন্দর কবিতা।'[১৪৯]

---

১৪৬. প্রাগুক্ত।
১৪৭. সূরা আশ শু'আরা, আয়াত, ২২৪-২২৬।
১৪৮. সূরা ইয়াসীন, আয়াত-৬৯।
১৪৯. রাগিব আল ইস্ফাহানী : আল মুফরাদাত ফী আলফাযিল কুরআন (বৈরুত, তা.বি) পৃ. ২৬১।

www.bjilibrary.com

এসব কথা সেইসব কবি ও কবিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে যা জাহেলী যুগে রচিত হয়েছিলো। যেখানে নীতি নৈতিকতার বালাই ছিলো না, অশ্লীলতা ও শির্কে পরিপূর্ণ ছিলো। তার প্রমাণ সূরা আশ শু'আরার ২২৭ নম্বর আয়াতটি। সেখানে পরিস্কার বলে দেয়া হয়েছে যেসব কবি ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, আল্লাহকে স্মরণ করে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তারা বিভ্রান্ত নয় কিংবা উল্লেখিত দোষে দুষ্ট নয়। ইরশাদ হচ্ছে–

إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوْا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

'কিন্তু তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'[১৫০]

ইবনু রাশীক বলেন–

প্রথম আয়াতে নিন্দা জানানো হয়েছে মুশরিক কবিদের, যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করতো এবং ইসলামের বিরোধিতা করতো। আর আয়াতের শেষে إِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবি হাস্‌সান ইবনু ছাবিত, কা'ব ইবনু মালিক, আবদুল্লাহ্ ইবনু রাওয়াহা (রা) প্রমুখের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাদের সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'এরা কুরাইশদের কাছে তীর নিক্ষেপের চেয়েও অধিকতর ভয়ঙ্কর।'[১৫১]

'বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাযিলের পর আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, কা'ব ইবনু মালিক ও হাস্‌সান ইবনু ছাবিত (রা) কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কবিদের সম্বন্ধে আয়াত নাযিল হয়েছে, আমরা তো কবি।' রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, 'সম্পূর্ণ আয়াত পড়, ঈমানদার, নেককারদেরকে বলা হয়নি।' তখন তারা নিশ্চিত হলেন।'[১৫২]

---

১৫০. সূরা আশ শু'আরা, আয়াত- ২২৭।

১৫১. ইবনু রাশীক : আল উমদা, খণ্ড-১, পৃ. ১২। আবদুল জলীল : কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) পৃ. ৮৯-৯০।

১৫২. আ.ত.ম. মুসলেহ্ উদ্দীন : আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ১৪৩, টীকা-১।

www.bjilibrary.com

গান বৈধ হওয়ার শর্তাবলী

কা'ব ইবনু মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করেছিলেন–

يا رسول الله ماذا ترى فى الشعر فقال ان المؤمن يحارب بسيفه ولسانه —

'হে আল্লাহর রাসূল! কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি বললেন– 'অবশ্যই একজন মুমিন তরবারী ও কথার দ্বারা জিহাদ করে।[১৫৩]

কিন্তু গানের ব্যাপারে এইরূপ সাধারণ অনুমোদনমূলক কোনো উক্তি আমরা আল হাদীসে পাই না। তবে বিয়ে-শাদী ও ঈদ উপলক্ষে দফ বাজিয়ে গান গাওয়াকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমোদন দিয়েছেন।

উপরে উল্লেখিত হাদীসটি একটি মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে– মুসলিমগণ প্রয়োজনে দীন ও ঈমানের স্বার্থে যেমন অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করে তেমনিভাবে প্রয়োজনে কবিতা রচনা করে শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দেয়ার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারে। গানের বিষয়টি অনুরূপ বলে কেউ কেউ মনে করেন।

ইমাম আল গাযালী গান অবৈধ হওয়ার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলো নিম্নরূপ–

العارض الأول : أن يكون المسمع امرأة لا يحل النظر إليها وتخشى الفتنة من سماعها، وفى معناها الصبى الأمرد الذى تخشى فتنة —

العارض الثانى : الآلة بأن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهى المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل —

العارض الثالث : فى نظم الصوت وهو الشعر، فإن كان فيه شئ من الغناء

---

১৫৩. ইবনু আবদুল বার : আল ইসতিআব। ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ : মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ আল বাইয়ান ওয়াশ শি'র (আল বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা) পৃ-২২০।

www.bjilibrary.com

الفحشى والهجو أو ما هو كذب على الله وعلى رسوله أو على الصحابة رضى الله عنهم كما رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم، فسماع ذلك حرام بإلحان وغير إلحان، والمستمع شريك للقائل، وكذلك ما فيه وصف امرأة بعينها —

العارض الرابع : فى المستمع وهو أن تكون الشهوة غالبة عليه، وكان فى غرة الشباب، وكانت هذه الصفة أغلب عليه من غيرها، فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب شخص معيّن أو لم يغلب؛ فإنه كيفما كان فلا يسمع وصف الصدغ والخد والوصال إلا ويحرك ذلك شهوته ويتزله على صورة معينة ينفخ الشيطان بها فى قلبه فتشتعل منه نار الشيطان —

والعارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام الخلق، ولم يغلب عليه حب الله تعالى فيكون السماع له محبوبًا، ولو غلبت عليه شهوة فيكون فى حقه محظورا، ولكنه أبيح فى حقه كسائر أنواع اللذات المباحة؛ إلا أنه إذا اتخذه ديدته وهجيراه وقصر عليه أكثر أوقاته فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته — (إحياء العلوم كتاب السماع ٢ : ٢٥٠).

১. গায়ক-গায়িকা সংক্রান্ত ঃ গায়িকা এমন (গাইরি মুহাররাম) মহিলা হওয়া যাকে দেখা বৈধ নয় এবং যার গানে ফিতনার আশংকা থাকে। গোঁফ দাড়ি ওঠেনি এমন কিশোর বালকের বিধানও তাই। কারণ তার গানেও ফিতনার আশংকা থাকে।

২. বাদ্যযন্ত্র সংক্রান্ত ঃ অর্থাৎ গানে এমন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যা রাখা মদ্যপায়ী কিংবা হিজড়াদের বৈশিষ্ট্য। যেমন বাঁশি, তারের বাদ্যযন্ত্র এবং ঢোল-তবলা

www.bjilibrary.com

জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। এই তিন প্রকার (বাদ্যযন্ত্র) নিষিদ্ধ।[১৫৪] এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো বৈধ। যেমন দফ-ঝুনঝুনি বিশিষ্ট হলেও।

৩. কবিতার সুরের ব্যাপারে ঃ অর্থাৎ যদি এতে অশ্লীল গান, বাজে ও বিদ্রূপাত্মক এবং আল্লাহ্, রাসূল ও সাহাবা কিরামের ব্যাপারে অসত্য বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের লোকেরা সাহাবা কিরাম ও অন্যদের কুৎসা করতে এধরনের কবিতা রচনা করে থাকে। এই ধরনের কবিতা সুর কিংবা সুর ব্যতীত শোনা হারাম। শ্রোতা ও গায়ক উভয়ই সমান। অনুরূপভাবে সেই গানও হারাম যাতে মহিলাদের রূপ যৌবনের বর্ণনা থাকে।

৪. শ্রোতা সংক্রান্ত ব্যাপার ঃ অর্থাৎ শ্রোতার মধ্যে যৌবনের উন্মত্ততা থাকা। তার মধ্যে এ স্বভাব অন্য স্বভাবের চেয়ে বেশি থাকা। (এরূপ ব্যক্তির জন্য গান শোনা হারাম)। তার অন্তরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য প্রেম ভালোবাসার প্রাবল্য হোক চাই না হোক। কারণ সে যখনই কেশগুচ্ছ, অবয়ব, বিরহ্ মিলনের বর্ণনা শুনবে তখনই তার যৌনাকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠবে। শয়তান ভেতরে (কল্পনায়) কামনার আগুন প্রজ্জলিত করে দেবে।

৫. শ্রোতা সাধারণ মানের হওয়া ঃ তার মধ্যে আল্লাহ্র ভালোবাসা এত প্রবল নয় যে, সামা (গান) তার কাছে প্রিয় মনে হবে। এবং তার মধ্যে যৌন উদ্দীপনাও এত প্রবল নয় যে, গান তার জন্য নিষিদ্ধ হবে। এসব লোকের জন্য সামা[১৫৫] অন্যান্য বৈধ জিনিসের মতোই। কিন্তু সে যদি সামা'কে অভ্যাসে পরিণত করে নেয় এবং অধিকাংশ সময় এতেই ব্যয় করে তবে সে নির্বোধ। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫৬]

আহকামুল কুরআনে গান বাজনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর উপসংহার

---

১৫৪. তিন প্রকার বলতে এখানে ব্যবহারের তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু বাদ্যযন্ত্র মুখ দিয়ে ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়, আবার কিছু হাত দিয়ে বাজানো হয় যেমন এসরাজ, সারিন্দা, সেতারা, দোতারা, গীটার, হারমোনিয়াম, কীবোর্ড ইত্যাদি, আবার কিছু আঘাত করে বাজানো হয়। যেমন– ঢোল, তবলা, মন্দিরা, করতাল ইত্যাদি। –লেখক।

১৫৫. সামা' (سماع)-এর আভিধানিক অর্থ শ্রবণ করা, গান, ধর্মীয় গান। পারিভাষিক অর্থে– 'ঐ শ্রুতিমধুর আওয়াজ, যদ্বারা কর্ণ পুলক অনুভব করে।' বাওয়াদিরুল নাওয়াদির-এ বলা হয়েছে– 'সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশিবিহীন গানকে।'
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন : ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, (ঢাকা, থানভী লাইব্রেরী), পৃ. ৫৫৮।

১৫৬. আবু হামিদ আল গাযালী : ইহ্ইয়াউল উলূম (বৈরুত, তা.বি), খ-২, পৃ. ২৫০।

www.bjilibrary.com

স্বরূপ বলা হয়েছে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পাওয়া গেলে গান সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

১. পার্থিব কিংবা দীনি প্রয়োজন ছাড়া কেবল (সময় অপচয়কারী) বিনোদনের জন্য বাঁশি অথবা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান। তা নিজে নিজেই গাওয়া হোক কিংবা অপরকে শুনানোর জন্য।

২. বাঁশী বা অন্য কোনো বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে বিনোদন লাভের জন্য সুর তোলা। সাথে গান গাওয়া হোক বা না হোক।

৩. গান বাজনাসহ ক্রীড়া কৌতুকে এমনভাবে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া যাতে ওয়াজিব (অপরিহার্য কাজকর্ম) বাদ পড়ে যায়।

৪. গান বাজনাকে পেশা হিসেবে নেয়া কিংবা বাদ্যযন্ত্র তৈরি বা গান লেখাকে পেশা হিসেবে নেয়া।

কোনো মুসলিমের জন্য এ চারটি কাজ বৈধ নয়। এর বৈধতার কোনো প্রমাণ আল্লাহর কিতাব, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহ্, সাহাবা কিরামের আমলী জিন্দেগীতে নেই। এমনকি তাবিঈন এবং সম্মানিত ইমামদের কার্যকলাপেও এসবের কোনো প্রমাণ নেই।

তবে উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়া নিম্নোক্ত কারণে গান গাওয়া হলে তা মুবাহ্ (পাপ পুণ্য কোনোটিই নয়) হিসেবে গণ্য হবে। এ সম্পর্কে সকল ইমাম একমত।

১. নিজে আনন্দ লাভের জন্য গুনগুনিয়ে গান গাওয়া।

২. নির্জনতায় একাকীত্ব কাটানোর জন্য গান গাওয়া।

৩. সফরের ক্লান্তি কিংবা ভারী বোঝা বহনের কষ্ট দূরকল্পে গান গাওয়া।

৪. শিশুদের মনোতুষ্টির জন্য গান গাওয়া।

৫. উট চালনার জন্য হুদী গান গাওয়া।

৬. ছন্দ শেখা কিংবা শেখানোর জন্য গান গাওয়া।

৭. অবসাদ দূর করার জন্য নিজে নিজে গান গাওয়া।

তবে শর্ত হচ্ছে গানের কথা অশ্লীল (বা শির্ক যুক্ত) হতে পারবে না। একে অভ্যাসে পরিণত করা যাবে না। কোনো সময়কে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এবং একে বিনোদনের (একমাত্র) মাধ্যম বানিয়ে নেয়া যাবে না।[১৫৭]

---

১৫৭. মুফতী মুহাম্মাদ শফী : আহকামুল কুরআন (পাকিস্তান, ইদারাতুল কুরআন ওয়া উলূমুল ইসলামিয়্যাহ্, ১৪১৩ হি.) খ-৩, পৃ. ২৫০-২৫১।

www.bjilibrary.com

বাদ্য যন্ত্র থাকবে না। দ'ফ এর ব্যতিক্রম।

এসব নীতিমালার আলোকে আমরা বলতে পারি এমন গান রয়েছে যা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গাওয়া হলে কিংবা শুনলে কোনো দোষ নেই।

'ইসলামী গান'

'ইসলামী গান', 'ইসলামী সংগীত', 'গজল'[১৫৮] 'হামদ' (আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসামূলক গান) এবং 'নাত' [রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসামূল গান] এগুলো শরঈ পরিভাষা নয়। নবী যুগে কিংবা সাহাবী যুগে বা তাবিঈ যুগে এই পরিভাষাগুলো ছিলো না। পরবর্তীতে এসব পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছে। 'হামদ', 'না'ত' ও 'ইসলামী গান' এ তিনটি পরিভাষা আধুনিক আলিম সমাজের কাছে পছন্দনীয় ও সমাদৃত হয়েছে। ইসলামী গান বলতে ইসলাম নিষেধ করে না এরূপ গানকেই বুঝানো হয়।

উল্লেখ্য যেসব গান ইসলামী গান বলে প্রচলিত সেসবের মধ্যেও বেশ কিছু গান রয়েছে ইসলাম যেগুলোকে অনুমোদন দেয় না। সেসব গান হয় তাওহিদী চিন্তাচেতনার পরিপন্থী, না হয় ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত। যেমন– একটি গানে বলা হয়েছে, 'ফুল ফোটে হেসে বলে ইয়া রাসূলাল্লাহ' একথা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। কারণ আল কুরআনে বলা হয়েছে আসমান জমিনে যা কিছু আছে সবই মহান আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করছে। অথচ গানে বলা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাসবীহ্ পাঠের কথা। তেমনিভাবে অন্য গানে বলা হয়েছে– 'নবী নাম জপে যেজন সেইতো দোজাহানের ধনী' এখানেও সেই একই ধরনের কথা। নবীর নাম জপের কথা বলা হয়নি, আল কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাম জপ করতে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ করতে। দরূদ পাঠ করা আর নাম জপ করা এক কথা নয়। বিভিন্ন আস্তানায় যেসব ভক্তিমূলক গান গাওয়া হয় তার একটিও ইসলাম সম্মত গান নয়। যদিও তারা এসব গানের নামকরণ করেছে– মুর্শিদী; মারফতী, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদী ইত্যাদি। তারা মনে করে এগুলো আরবীতে 'সামা' নামে যে গানের অনুমতি দেয়া হয়েছে সেসবের

---

১৫৮. গজল (غزل) আরবী শব্দ। অর্থ– প্রেম, প্রণয়, প্রেমালাপ, প্রেমকাব্য। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান (ঢাকা, রিয়াদ প্রকাশনী ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫৯১। আল মাওরিদ-এ গজল (غزل) শব্দের অর্থ বলা হয়েছে– Words of love ; love; love poetry, erotic poetry.
ড. রুহী বালবাকি : আল মাওরিদ (বৈরুত, দার আল ইল্ম লিনমালায়ীন, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৭৯৯।– লেখক

www.bjilibrary.com

অন্তর্ভুক্ত। মূলত 'সামা' এর সাথে এ সবের দূরতম সম্পর্কও নেই। তাছাড়া সামা ও নিশর্তভাবে বৈধ নয়। এগুলো শির্ক, বিদআত ও অশ্লীলতায় ভরপুর।

গানে মত্ত ব্যক্তির অবস্থা

গানে মত্ত ব্যক্তির অবস্থা কেমন হয়, সে সম্পর্কে মোবারক হোসেন খান বলেছেন–

'সুর সাধক একবার সাধনায় নিমগ্ন হলে পার্থিব দুনিয়ার সবকিছু বেমালুম ভুলে যায়। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য হয় সুরের সন্ধান লাভ করা। সুর নামক অধরাকে ধরবার জন্যে সে আপন সুখ-দুঃখের কথা বিস্মিত হয়। পরিবার পরিজনদের কথা তার মনের কোণে ঠাঁই পায় না। সে তখন সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবীর মানুষে পরিণত হয়। যে পৃথিবীতে সুর ছাড়া আর কিছু নেই।'[১৫৯]

তাই যে কাজ মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম ভুলিয়ে দেয় আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে, এমন কোনো কাজ মুসলিমের জন্য বৈধ হতে পারে না।

গান বাজনা সম্পর্কে ইমাম আমর ইবনু হাযম (রহ)-এর অভিমত : একটি পর্যালোচনা

স্পেনের অধিবাসী ইমাম আমর ইবনু হাযম ছিলেন যাহেরী মাযহাব এর একজন ফকীহ্ মুহাদ্দিস (মৃ. ৪৫৬ হিজরী)। যাহেরী মাযহাব এর দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে রচিত তাঁর আল মুহাল্লা গ্রন্থটি বেশ প্রসিদ্ধ। তাঁর অনেক অভিমত প্রসিদ্ধ চার মাযহাব (অর্থাৎ হাম্বলী, মালিকী, শাফেয়ী ও হানাফী) এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আবার কিছু কিছু অভিমত এমনও রয়েছে যা প্রসিদ্ধ চার মাযহাব এর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। যেমন– চার মাযহাব এর বক্তব্য হচ্ছে, ব্যভিচারের সাক্ষী চারজন পুরুষ হতে হবে। এক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।[১৬০] অথচ আমর ইবনু হাযম (রহ)-এর মতে– 'ব্যভিচারের সাক্ষ্যের ব্যাপারে দুজন মুসলিম নারী একজন পুরুষের সমান বলে বিবেচিত হবেন। যেমন– তিনজন পুরুষ ও দুজন মহিলা অথবা দুজন পুরুষ ও চারজন মহিলা অথবা একজন পুরুষ

১৫৯. মোবারক হোসেন খান : সঙ্গীত দর্পণ (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১৫।
১৬০. সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন (ঢাকা, ইফাবা, ১৯৯৫, খ্রি.), খ-১ (১ম ভাগ), পৃ. ৩৫৩।

www.bjilibrary.com

ও ছ'জন মহিলা কিংবা আটজন মহিলা যাদের সাথে পুরুষ সাক্ষী থাকবে না।'[১৬১]

তিনি বিয়ের জন্য কনে দেখার ব্যাপারেও এমন অবস্থান নিয়েছেন যা প্রসিদ্ধ অন্যান্য মাযহাবের বিপরীত। তিনি মনে করেন–

يباح له النظر الى بدها ما ظهر منه وما بطن الا الفرج والدبر —

(বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখতে গেলে) কনের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সবকিছুই সে (হবু বর) দেখতে পারে কেবল লজ্জাস্থান ও নিতম্ব ছাড়া।[১৬২]

অবশ্য অন্যান্য সকল মাযহাবের ইমাম ও আলিমগণের মতে কেবল সতরের বাইরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যেতে পারে। যেমন– মুখমণ্ডল, হাত, পা ইত্যাদি।[১৬৩]

ইমাম আবু হানিফা (রহ) ইমাম মালিক (রহ), ইমাম শাফেয়ী (রহ) ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) সহ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের মতে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া জায়িয তবে ঘরে নামায পড়া উত্তম। তাঁদের এই মতের পক্ষে বেশ কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়। ইমাম ইবনু হাযম এই ক্ষেত্রেও ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে মহিলাদের মাসজিদে যাওয়া উত্তম।[১৬৪]

গান বাজনা সম্পর্কেও তাঁর অভিমত প্রসিদ্ধ চার মাযহাব এর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তিনি মনে করতেন গান বাজনা অবৈধ নয়, বৈধ। তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত হচ্ছে–

إنه لا يصح فى الباب حديث ابدأ وكل ما فيه موضوع —

'গান বাজনা সংক্রান্ত অধ্যায়ের কোনো হাদীসই সহীহ্ নয়। বরং তার প্রত্যেকটি হাদীস-ই জাল (মাওদূ')।'[১৬৫]

ইবনু হাযম সহীহ আল বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটিকে মুনকাতি' (সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এমন) বলেছেন। তাঁর বক্তব্য–

---

১৬১. ইমাম মালিক ইবনু আনাস : আর মুদাওয়ানা (বৈরুত, তা.বি), খ-৮, পৃ. ১৬। ড. মোহাম্মাদ মোস্তফা কামাল : মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন (ঢাকা, ইফাবা, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ২৮০।

১৬২. আমর ইবনু হাযম : আল মুহাল্লা (বৈরুত, তাবি) খ-১০, পৃ. ৩০-৩১।

১৬৩. ড. আবদুল করীম যায়দান : আল মুফাস্সাল ফী আহকামিল মারআতু ওয়া বাইতিল মুসলিম ফীস শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ (বৈরুত, তা.বি) খ-৪, পৃ. ২১৭-২১৯।

১৬৪. প্রাগুক্ত।

১৬৫. আশ্ শাওকানী, নাইলুল আওতার (বৈরুত, তা.বি), খ-৮, পৃ. ১৭৯।

www.bjilibrary.com

ان حديث ابى عامر او ابى مالك الاشعرى المذكور فى اول الباب منقطع ـــ

আবু আমির কিংবা আবু মালিক আল আশআরী বর্ণিত (সহীহ্ আল বুখারী) এই অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীসটি মুনকাতি।'[১৬৬]

সহীহ্ আল বুখারীর হাদীসটি হচ্ছে–

حدثنا عبد الرحمن بن غنم الاشعرى قال حدثنى ابو عامر او ابو مالك الاشعرى والله ما كذبنى سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتى اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ـــ

আবদুর রহমান ইবনু গানাম আল আশআরী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে আবু আমির অথবা আবু মালিক আল আশআরী (এ হাদীসটি) বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কসম, তিনি আমার কাছে মিথ্যে বলেননি। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে বলতে শুনেছেন– আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কিছু গ্রুপের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মাদকদ্রব্য ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল (বৈধ) মনে করবে।....[১৬৭]

সহীহ আল বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আলআসকালানী (মৃত্যু ৮৫২ খ্রি.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেছেন,

والحديث صحيح معروف الاتصال على شرط الصحيح ـــ

'হাদীসটি সহীহ্, প্রসিদ্ধ এবং সহীহ্ আল বুখারীর শর্তানুযায়ী, সনদ অবিচ্ছিন্ন।'[১৬৮]

এই উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (মৃত্যু- ১৭৬২ খ্রি.) বলেছেন, 'হাদীসটি সহীহ্ এবং মুত্তাসিল' (সনদ অবিচ্ছিন্ন)।'[১৬৯]

---

১৬৬. প্রাগুক্ত।

১৬৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী : সহীহ্ আল বুখারী (ঢাকা, ইফাবা, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪ খ্রি.), খ-৯, পৃ. ২১৬ (হাদীস- ৫১৮৯।

১৬৮. ফাতহুল বারী।

১৬৯. শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ : আল ইনসাফ ফী বায়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ (মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায়। অনুবাদ আবদুস শহীদ নাসীম, ঢাকা, বি.আ.সি কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৮ খ্রি., ৫ম প্রকাশ), পৃ. ৬৩।

www.bjilibrary.com

অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ইমাম আত তিরমিযি (রহ) এর সুনান আত তিরিমিযি। তিনি বর্ণনাকারীদের মধ্যে আলী ইবনু ইয়াযীদ সম্পর্কে বলেছেন, 'কতিপয় হাদীস বিশারদ তাঁকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছেন।' কিন্তু ইমাম আত তিরমিযি তাঁর বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন বলে তিনি তাঁর সুনানে এটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনু ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত অনেক হাদীস ইমাম আদ দারিমীও গ্রহণ করে তাঁর সুনান আদ দারিমীতে বর্ণনা করেছেন।

তাছাড়া আমরা উপরে দেখেছি সাহাবা কিরাম, তাবিঈন এবং প্রসিদ্ধ চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা (মৃ-১৫০ হি/৭৬৭ খ্রি.), ইমাম মালিক ইবনু আনাস (মৃ-১৭৯হি/৭৯৫ খ্রি.), ইমাম শাফিঈ (মৃ-২০৪হি/৮২০ খ্রি.) এবং ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (মৃ-২৪১ হি/৮৫৫খ্রি.) কে গান বাজনার বিপরীতে অবস্থান গ্রহণরত। এক্ষেত্রেও ইমাম ইবনু হাযম (রহ)কে আমরা মূল ধারার বিপরীতে অবস্থান রত দেখি। আল কুরআন, আল হাদীস এবং পূর্ববর্তী সালফে সালেহীন ইমামগণের অভিমতের বিপক্ষে তাঁর মত গ্রহণযোগ্য নয়।

শেষ কথা

আল কুরআন ও আস্ সুন্নাহ্র (যা আল কুরআনের ভাষ্য বলে পরিচিত) দৃষ্টিভংগি এবং সাহাবা কিরামের আমলী জিন্দেগী, তাবিঈন ও প্রখ্যাত চার ইমাম সহ (দু একজন ছাড়া) প্রায় সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহ্র অভিমত হচ্ছে প্রচলিত গান বাজনার বিপক্ষে। অবশ্য ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা চেতনা মূলক গান (যদি শির্ক, অশ্লীলতা এবং দফ ছাড়া অন্য সব বাদ্যযন্ত্র থেকে মুক্ত থাকে) ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। এসব গান অবশ্যই প্রচলিত গান বাজনার বিকল্প হতে পারে। তবে সেটিও অবাধ এবং শর্তহীন নয়।

সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN: 984-843-029-0 set

www.bjilibrary.com